NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ শরতের মেঘের ফাঁকে স্বস্তির বার্তা, পুজোয় ভিলেন হবে না বৃষ্টি

রোবোটিক সার্জারি পরিষেবার উদ্বোধনে পরিবহণ মন্ত্রী ৩

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.10.2026, Vol. 20 Issue No. 128, 10 Pages, Price 3.00

পুজো জেলেই কাটবে সুজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে জামিন পেয়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার আশা শেষ পর্যন্ত পূরণ হল না। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে এবার দুর্গাপুজোর উৎসবের দিনগুলিও জেলের চার দেওয়ালের মাঝেই কাটাতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কিন্তু পুজোর আগে শীর্ষ আদালতেও কোনও স্বস্তি মিলল না তাঁর। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, পুজোর ছুটির আগে এখন এই মামলার জরুরি শুনানি সম্ভব নয়। ফলে পুজো কাটার পর আদালত খুললে তবেই উঠবে তাঁর মামলা।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গত ১১ মে তৎকালীন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারীদের মূল অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনিভাবে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল সুজিতের।

সন্দীপের জামিন

■ আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন তিনি। বিচারপ্রক্রিয়ার ধীরগতির কথা বিবেচনা করেই তাঁকে জামিন দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন সন্দীপ। শুক্রবার সেই মামলাতেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বাতিল করে সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ।

বুকে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে আডবাণী

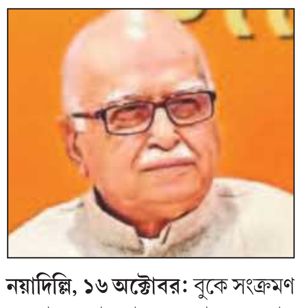

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: বুকে সংক্রমণ হওয়ার কারণে শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হল প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ আডবাণীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি ফুসফুস সংক্রান্ত (পালমোনারি) বিভাগে চিকিৎসাধীন।

বাগবাজার সর্বজনীনের মৃণ্ময়ী মায়ের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

মহাষষ্ঠীতে নন্দীগ্রামের আশাদতলা সর্বজনীনের দুর্গাপুজো কমিটির পুজো উদ্বোধন করার পরে দেবীর আরাধনায় মগ্ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পুজোর ছন্দে বদলের বাংলা

বোধনেই জনস্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে সেই মহালয়ায়। আর মহাষষ্ঠীর সকাল গড়াতেই কার্যত উৎসবের শহরে পরিণত হয়েছে কলকাতা। বোধনের আগেই উত্তর থেকে দক্ষিণ, শহরের প্রায় সব বড় পুজো মণ্ডপেই শুরু হয়েছে দর্শনার্থীদের ঢল। সকাল থেকেই নতুন পোশাকে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। বিকেল নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় আরও বাড়তে শুরু করে। পুজোর আসল পাঁচ দিনের সূচনা হতেই কলকাতা যেন ছন্দ ফিরে পেল জনজোয়ারের মধ্যেই।

শুধু মণ্ডপেই নয়, ভিড়ের সবচেয়ে বড় চাপ পড়েছে গণপরিবহণে। বিশেষ করে মেট্রোই হয়ে ওঠে প্যান্ডেল পরিক্রমার প্রধান ভরসা। দমদম, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধি রোড, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, রবীন্দ্র সদন, কালীঘাট, টালিগঞ্জ, হাওড়া ময়দান, সেক্টর ফাইভ-সহ একাধিক স্টেশনে সকাল থেকেই যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত আরপিএফ, কুইক রেসপন্স টিম, মহিলা নিরাপত্তারক্ষী, সিসিটিভি নজরদারি এবং ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ও কিউআর টিকিট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ, যাতে টিকিট কাউন্টারে ভিড় কমানো যায়।

মেট্রোর পাশাপাশি শহরের রাস্তাতেও ছিল যানবাহনের ব্যাপক চাপ। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালের যানজটকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত ও স্বচ্ছন্দের গণ-পরিবহন ব্যবস্থা হল কলকাতা মেট্রো। আর এই মেট্রোর গ্রিন লাইনে বিশেষ করে চাঁদনি চক এবং এসপ্ল্যানেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলিতে উপচে পড়া জনপ্লাবন তৈরি হয়। স্বয়ংক্রিয় দরজায় বাধা ও ট্রেনের গতি বজায় রাখাই কর্তৃপক্ষের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেট্রো স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে মেট্রোর অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলি একবারে বন্ধ হতে সমস্যায় পড়ছে। নিয়ম অনুযায়ী দরজা পুরোপুরি বন্ধ না হলে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে রেল ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে বারবার সচেতনতামূলক অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উত্তর কলকাতার বনেদি পুজো, দক্ষিণ কলকাতার থিম পুজো এবং সল্টলেক-নিউটাউনের বিভিন্ন মণ্ডপকে ঘিরে দুপুরের পর থেকেই গাড়ির গতি অনেক জায়গায় শ্লথ হয়ে পড়ে।

পরিক্রমায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম দুর্গাপুজোতে আজ রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মহাসপ্তমী ও মহাঅষ্টমীতে দু'দিনের সফরে কলকাতায় থাকবেন দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। আজ ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা এই সংক্ষিপ্ত সফরে তাঁর একগুচ্ছ কর্মসূচি আছে। কলকাতার বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মণ্ডপ পরিদর্শন করার পাশাপাশি তিনি হাওড়ার ঐতিহাসিক বেলুড় মঠও দর্শন করবেন।

তাঁর প্রকাশিত সরকারি সূচি অনুযায়ী, আজ বিকেল ৫৪৫ মিনিটে গুজরাতের আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাত ৮১০ মিনিটে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে সড়কপথে সোজা আলিপুরের 'সৌজন্য বিশ্রাম গৃহ'-এ যাবেন এবং রাতেই সেখানে তিনি থাকবেন। পরদিন, ১৮ অক্টোবর সকাল ১০৫০ মিনিটে আলিপুর থেকে রওনা দিয়ে বেলা ১১১০ মিনিটে তিনি হাওড়ার বেলুড় মঠে পৌঁছবেন। সেখানে পুজো ও দর্শন শেষে বেলা ১১৫০ মিনিটে তিনি জিটি রোডের 'বালি দেশবন্ধু ক্লাব' দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যাবেন। রবিবার হাওড়ার কর্মসূচি শেষ করে আলিপুরে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ সারবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর দুপুর ১৩০ মিনিটে তিনি কলকাতার চেতলার '২৪ পল্লি' দুর্গাপূজা মণ্ডপে যাবেন। সেখান থেকে দুপুর ২১০ মিনিটে আসবেন ঐতিহাসিক শোভাবাজার রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির পুজো দেখে দুপুর ২৩০ মিনিটে লেক টাউনের বিখ্যাত 'শ্রীভূমি দুর্গাপূজা' মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের পুজো পরিক্রমা সারবেন তিনি।

পুজো দেখা শেষ করে ১৮ অক্টোবর রবিবার দুপুর ২৫০ মিনিটে লেক টাউন থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অমিত শাহ। বিকেল ৩০৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে বিকেল ৫২৫ মিনিটে দিল্লিতে পৌঁছবেন তিনি। দুর্গাপুজোর মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট মণ্ডপ চত্বরকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর এই সফরের মধ্যে দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করবেন বলেই রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ও জোরদার করা হচ্ছে।

তেরঙা ওড়ানোর আগেই আটক দিপকে

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: শুক্রবার বিকেল ৫ টায় দিল্লির কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে নির্ধারিত 'তেরঙা ওড়াও' অর্থাৎ লেহরা দো তেরঙা কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার ঠিক আগে বাড়ি থেকে আটক হলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' অর্থাৎ সিজেপি-র প্রধান অভিজিৎ দিপকে। আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাসদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল সিজেপি। কিন্তু তার আগেই শুক্রবার সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের দিল্লির আবাসন ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আটক হলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে গত শনিবার যন্তর মন্তরে একটি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগেও আটক হয়েছিলেন দিপকে। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সেই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল সিজেপি। মুম্বই থেকে বিমান দিল্লিতে নামার পরই বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছিল।

এ দিন এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দিপকে দাবি করেন, তাঁকে জোর করে এই 'তেরঙা' কর্মসূচি বাতিল করতে বলা হচ্ছে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, সোফায় বসে দিপকে ওই পুলিশ আধিকারিককেই প্রশ্ন করছেন, 'আমার বিরুদ্ধে আপনি কী ধরনের অভিযোগ এনেছেন?'

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, ককরোচ বাহিনীর কর্মসূচি ঠেকাতে বৃহস্পতিবারই দিল্লির একাধিক এলাকায় বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। কনট প্লেস চত্বরে চার বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পাশাপাশি, আগামী দু'দিনের জন্য সেন্ট্রাল পার্ক বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে 'নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল'। যদিও শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত দিল্লি পুলিশ জানায়, ১১ জনকে জাতীয় পতাকা নিয়ে কনট প্লেসে যাওয়ার নির্দিষ্ট অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে ছাড়ের সেই তালিকায় দিপকের নাম নেই বলেই তাঁর বাড়িতে পুলিশের এই অভিযান থেকে স্পষ্ট।

এদিকে, ককরোচদের এই কর্মসূচির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবিতে দিল্লির প্রধান দুই ব্যবসায়ী সংগঠন 'চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' অর্থাত সিটিআই এবং 'নিউ দিল্লি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন' অর্থাৎ এনএমডিএ বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি পাঠিয়েছিল। দীপাবলি পর্যন্ত সমস্ত রকমের বিক্ষোভ ও ধরনা নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে বলা হয়, এই ধরনের ধারাবাহিক আন্দোলন চলতে থাকলে ব্যবসায়ীদের অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। এর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জীবিকার অধিকার রক্ষার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে শীর্ষ আদালত সেই মামলায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছে, তারা আশা করছে শুভবুদ্ধির জয় হবে। দশেরার পরে আগামী ২৬ বা ২৭ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার কর্মসূচি বাতিল করার আবেদন জানানো হলেও এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও শুক্রবার বিকেল ৫টায় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালন করার পক্ষেই অনড় ছিল সিজেপি নেতৃত্ব। দিল্লির পাশাপাশি মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানেও শুক্রবার রাঙ্কা-সৌরভদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের রাজরথিনম স্টেডিয়ামে 'ভোটচুরি'তে অভিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং এসআইআর বাতিলের দাবিতে শুরু হয়েছে বিশাল সমাবেশ। বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের সেই সমাবেশে হাজির হয়েছেন ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের বোন তথা সাংসদ কানিমোঝি।

'বাংলাদেশের পথে হেঁটে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র!'

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: নেহা বোরার পর এবার প্রশান্ত ভূষণ। ককরোচ জনতা পার্টির উদ্দেশ্য নিয়ে বেফাঁস অভিজিৎ দীপকেদের আইনজীবী। তিনি সাফ বলে দিচ্ছেন, সিজেপির আন্দোলন শুরু হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে। কিন্তু সরকার যদি বিক্ষোভকারীদের এভাবে দমন করার চেষ্টা করে, তাহলে আন্দোলন হবে সরকার ফেলে দেওয়ার দাবিতে। আর তাতে অন্যায়ের কিছু নয়। এরপরই বিজেপির খোঁচা, 'ককরোচদের আসল উদ্দেশ্য যে নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়া সেটা আমাদের আগেই জানা ছিল।'

প্রশান্ত ভূষণের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই ককরোচদের খোঁচা দিল বিজেপি। খোদ প্রতিরপক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ওরা দেশের যুবসমাজকে বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করছে। ওরা অরাজকতা তৈরি করে সরকার বদল করতে চায়। ঠিক যেমন হয়েছে বাংলাদেশে।' রাজনাথ সাফ বলছেন, 'কেউ প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে অনুসরণ করার কথা বলছেন। কেউ সরকার বদলের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন। ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার।'

রাজনাথের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেশে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে সরাসরি নিশানা করেন তিনি। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের লখনউতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিরোধীদের আন্দোলনের দিকে ইঙ্গিত করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এটা এসআইআর কিংবা নির্বাচনী সংস্কারের জন্য লড়াই নয়। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও নয়। এটা ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র।'

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজনাথের সংযোজন, 'গণতন্ত্র নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করার ছাড়পত্র দেয় না।' রাজনাথের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেশে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে সরাসরি নিশানা করেন তিনি।

স্টারলিঙ্কের মোকাবিলায় তৈরি রিলায়েন্স

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: সম্মুখসমরে এলন মাস্কের 'স্টারলিঙ্ক' ও মুকেশ আম্বানির 'রিলায়েন্স'। ক'দিন আগেই মাস্ক অভিযোগ করেছিলেন, আম্বানির পাশে দাঁড়াতে স্টারলিঙ্ককে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না মোদী সরকার। এবার পালটা দিল ভারতীয় সংস্থা। বিবৃতি দিয়ে তারা জানাল, ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক-সহ ভারতে 'কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা' (স্যাটকম)-র বাজারে যে কোনও সংস্থার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রস্তুত মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। তবে ভারতে এলে আইন মেনে ব্যবসা করতে হবে।

এই আবহে 'রিলায়েন্স জিয়ো'র পরিচালক সংস্থার তরফে শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা স্টারলিঙ্ক-সহ উপগ্রহ ভিত্তিক ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানাই। জিয়ো-সহ প্রত্যেক সংস্থাকেই ভারতের জনগণের সেবা করতে হবে এবং দেশের আইন ও নীতি মেনে চলতে হবে।' অতীতে রিলায়েন্স জিয়ো ইঙ্গিত দিয়েছিল, দেশে কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা (স্যাটকম) জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। প্রধান কারণ গ্রাহকের চড়া খরচ। যা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

উল্লেখ্য, ৯ অক্টোবর এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে এলন মাস্ক লেখেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের বাজারে স্টারলিঙ্ককে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, কিছু গোষ্ঠী সেদেশে নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়।' দ্বিতীয় পোস্টে মার্কিন ধনকুবের বলেন, 'স্টারলিঙ্ক ভারতের সেই মানুষদের জন্য উচ্চ-গতির ও সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করবে, যাঁরা চড়া দামে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন না।' প্রথম দিকের এক্স পোস্টগুলিতে অবশ্য সরাসরি কোনও গোষ্ঠী বা প্রভাবশালীর নাম উল্লেখ করেননি টেসলা কর্তা। এরপর অবশ্য সরাসরি আম্বানির নাম তোলেন।

রিটুইট করে মাস্ক বলেন, '১৬৫টি দেশে স্টারলিঙ্কের লাইসেন্স রয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে ভারত সরকারের প্রত্যেকটি নিয়ম মেনে চলেছে। তা সত্ত্বেও কেন লাইসেন্স পেলাম না? তাহলে কি ভারতের বস আম্বানিই?' মাস্কের এই টুইটের জবাবে রাহুল গান্ধি একটি ছবি পোস্ট করলে পারদ চড়ে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানিকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Vishnu Nupani have changed my minor son's name Siddharth Nopany to Siddharth Nupani for all future purposes Vide affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Calcutta on 02.09.2026

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Monoara Begam, W/o. Sk Janealam, R/o. Beta, Sinhet, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., do hereby declare that in my Daughter's (Shaikh Sadiya) Birth Certificate (being Regd. No. B-2020; 19-90149-002835, dated 05/10/2020, D.O.B. 01/09/2020) where my name has been recorded as Manoara Begam Mallick instead of my actual name Monoara Begam and also my husband's name has been recorded as Shaikh Janealam Abdul Hasan instead of his actual name Sk Janealam, which I want to rectify when & where necessary vide this affidavit. I, Monoara Begam, W/o. Sk Janealam as well as Manoara Begam Mallick W/o. Shaikh Janealam Abdul Hasan both are the same & one identical person vide an affidavit no. 22098, dated 15/09/2026 sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 15/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17270 নং এফিডেভিট বলে আমি Probir Kumar Neogi S/o. Krishna Chandra Neogi ও Prabir Kr Neogi S/o. K C Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি মফিজুল সেখ পিতা মরতেজ সেখ সাং বিকিহাকোলা, থানা পাঁচলা, জেলাঃ হাওড়া পিন ৭১১৩২২ জাতি ভারতীয় মুসলিম, পেশা ব্যবসা নিম্ন বর্ণিত ১) শ্রী প্রভাস ঘোষ (কোলে) ২) শ্রী হরচন্দ্র ঘোষ (কোলে) ৩) শ্রী সুরজিৎ ঘোষ (কোলে) পিতা ৺গৌর ঘোষ (কোলে) ৪) শ্রীমত্যা শেফালী ঘোষ (কোলে) সাং কুলাই বিকিহাকোলা, পাঁচলা, হাওড়া পিন ৭১১৩২২ হাল সাং ১৭/১বি শ্যামাচরণ মিত্র লেন, বরানগর, কাশিপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কোল- ৩৬ নিকট হইতে জে এল ২৬, সাবেক ১৪২ নং খতিয়ানে সাবেক ৪৫৪ নং দাগে ১ অংশে ৭৮ শতকের মধ্যে ৮ শতক সম্পত্তি ৫২ নং ভলিউমে ২৮৩ - ২৮৮ পাতায় লিখিত ৩৩৭০ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছি এবং সাব রেজিস্ট্রি রানীহাটি হইতে রেজিস্ট্রিকৃত নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেছি। এক্ষেত্রে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি এল এন্ড এল আর ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করুন ৩০ দিনের মধ্যে নচেৎ কোন গ্রাহ্য হইবে না।
ইতি- মাফিজুল সেখ, বিকিহাকোলা, পাঁচলা, হাওড়া।

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

আমি Sanjib Chanda, পিতা- Chittaranjan Chanda, গ্রাম ও পোস্ট-ধবলাট প্রসাদপুর, থানা- গঙ্গাসাগর কোস্টাল, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমার জন্ম সার্টিফিকেটে এবং মা ও শিশু সুরক্ষা কার্ডে আমার মাতার নাম রয়েছে যথাক্রমে Jhuma ও Jhuma Chanda। 15/10/2026 তারিখ কাকদ্বীপ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার মাতা Urmila Jana Chanda নামে পরিচিত হইল। আজ হইতে Urmila Jana Chanda, Jhuma এবং Jhuma Chanda এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে শ্রী **বসন্ত চক্রবর্তী,** পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী, সাকিম বেনাভারুই, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী বিগত ইং- ২৫/০৬/২০১০ তারিখে ডি.এস.আর - ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রী বাবুল দাস,** পিতা শ্রী বদ্রীনাথ দাস, সাকিম - ১ নং কাপাসডাঙ্গা, শরৎসরণী, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাবলে জেলা - হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- বেনাভারুই, জে.এল নং- ১৫, হাল খতিয়ান নং - ৪৩৯, সাবেক দাগ নং ৯২৪, হাল দাগ নং ৯৯১ দাগে ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৪৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং- ০৭/১২/২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১৫ নং সিডি ভলিউমের ৫২৪৪ নং হইতে ৫২৫৫ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ০৫৮২০ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে **শ্রী জয়রাজ দাস,** পিতা শ্রী যমুনা দাস, সাকিম- জে. সি. ঘোষ সরণী, নতুন রাস্তা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি **শ্রী জয়রাজ দাস,** পিতা শ্রী যমুনা দাস বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে রেকর্ডভুক্ত না করাইয়া উক্ত সম্পত্তি বিগত ইং- ০২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ০৬০৩-২০২৫ নং ভলিউমের ১০৬৩৫৬ নং হইতে ১০৬৩৬৯ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ৫৩১৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে **শ্রীমতী নন্দিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী শ্রী সঞ্জিত কীর্তনীয়া, সাকিম- ২ নং রবীন্দ্রনগর, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৩ কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **(শ্রীমতী নন্দিতা কীর্তনীয়া)** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহার নিজ নামে নাম-জারি করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যত হইবে। **Kunal Das (Advocate)**
District Judge Court Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **১। শ্রী মানিক মন্ডল, ২। শ্রী চঞ্চল মন্ডল** এবং **৩। শ্রী সনৎ মন্ডল,** সকলের পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ মন্ডল, সকলের সাকিম: উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর. এস, থানা:- চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন ৭১২১০২ বিগত ইং- ১০/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর - ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১১৫০৫ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী দীপক মন্ডল,** পিতা- শ্রী স্বপন মন্ডল, সাকিম- মহেশপুর, পোঃ-সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা -হুগলী, পিন-৭১২১০২ কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাবলে জেলা - হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে.এল নং- ১৬, হাল খতিয়ান নং - ৬৪০, সাবেক দাগ নং ২৫০, হাল দাগ নং ২৮৫ দাগে ১ কাঠা ৬ ছটাক সম্পত্তি বিগত ইং- ১৫/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ০৬০১-২০২৬ নং ভলিউমের ২৪০৯৩৬ নং হইতে ২৪০৯৫০ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ১১৯৩৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে **শ্রী রঞ্জিত সিকদার,** পিতা - গৌরাঙ্গ সিকদার, সাকিম- দেশবন্ধু পল্লী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০৩ কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **(শ্রী রঞ্জিত সিকদার)** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহার নিজ নামে নাম-জারি করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যত হইবে। **Kunal Das (Advocate)**
District Judge Court Hooghly

জমি বিক্রয়

পূর্ব বর্ধমান জেলার থানা- নাদনঘাট, পোস্ট- সমুদ্রগড়, গ্রাম- জালাহাটি কাঞ্চনতলা, জি.এস.এফ.পি- বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি আদিবাসীদের জমি বিক্রয় হইবে যাহার দাগ নং ১১৬৫, পরিমাণ, খতিয়ান নং ২৮১০, জে.এল নং ১৮২ পরিমাণ -অমৃতা মুন্ডারীর ১.০০ শতক, কোন আদিবাসী ব্যক্তি জমিটি কিনতে ইচ্ছুক হইলে যোগাযোগ করুন। M-7365910634.

জমি বিক্রয়

পূর্ব বর্ধমান জেলার থানা- নাদনঘাট, পোস্ট- সমুদ্রগড়, গ্রাম- জালাহাটি কাঞ্চনতলা, জি.এস.এফ.পি- বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি আদিবাসীদের জমি বিক্রয় আছে যাহার দাগ নং ১১৬৫, খতিয়ান নং ২৮১১, জে.এল নং ১৮২ পরিমাণ -বেলা মুন্ডারীর ০.২৫ শতক, কোন আদিবাসী ব্যক্তি এই জমিটি কিনতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। M-7365910634

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **নুর ইসলাম মন্ডল,** কাঁঠালিয়া সাকিন বারাসাত থানার অধীনে মৌজা কাঁঠালিয়া, জে এল নং- ১৪১, এল আর দাগ নং -১২৭০, এল আর খতিয়ান নং- ৯৫১,ডাঙ্গা ০৮ শতক জমি, বিগত ২১/১২/২০১১ তারিখে কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪২৬৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে **সেখ আব্দুল করিম গং** পিতা সেখ এসলাম জলিল ওরফে সেখ আব্দুল খলিল এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া বারাসাত জাজেস কোর্টে রেজিঃ নং ২২৪১৯, ১৪/১০/২৬ তারিখে নাম সংশোধন করিয়া নাম পত্তন করিবার জন্য বারাসাত ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Tanay Krishna Ghosh, Advocate
Barasat Judges Court, North 24 Pgs.

NOTICE

My Client **Nirmala Sharma**, purchased the area of Shali land 2 Cottahs lying and situated at Mouza - Telinipara, R.S. & L.R. Dag No. 1542 & 1541, under L.R. Khatian No. 4158, under the jurisdiction of A.D.S.R.O. Barrackpore, within the local limits of Sewli Gram Panchayet, P.O. Sewli Telinipara, P.S. Mohanpur, Dist - 24 Pgs(N), Kol-700121 by way of Deed of Sale registered at A.D.S.R.O. Barrackpore on 22/12/2021 and recorded in Book No.1,vide **Deed No. 150506996, for the year 2021** through the constituted Attorney **Subhas Ghosh, Sk. Munna** and **Kalipada Chatterjee** by way of registered **Power of Attorney vide No.377, Dated 11/06/2018,** registered at A.D.S.R.O. Barrackpore for and on behalf of Vendor **Malati Biswas alias Malati Rani Biswas**. That my Client **Nirmala Sharma** intends to record her name in respect of the said property. Any person having any objection may contact the B.L. & L.R.O. Barrackpore-II, within 1(One) month.
Prabir Kr. Ghosh, Advocate
Barrackpore Court, EN. NO.-WB-843/1995

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রী অভয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,** পিতা প্রয়াত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম - সিমলা, পোঃ - চুঁচুড়া আর. এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০২ বিগত ইং- ১৩/০২/২০১৭ তারিখের এ. ডি. এস. আর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ০৬০৩-২০১৭ নম্বর ভল্যুমের ৩০৭ হইতে ৩১৭ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ০৬০৩০০০২১ নং আমমোক্তার দলিল বলে **শ্রী স্বপন মন্ডল,** পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল, সাকিম মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা -হুগলী, পিন – ৭১২১০২ কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাবলে জেলা - হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে.এল নং- ১৬, হাল খতিয়ান নং - ৩৮, সাবেক দাগ নং ৩১, হাল ৪৬ নং দাগে ৪ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং- ২০/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর – ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ০৬০১-২০২৬ নং ভলিউমের ২৪২৭৬০ নং হইতে ২৪২৭৭৪ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ১২২৪৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে **শ্রী বিপুল এদবর,** পিতা বিমল এদরব, সাকিম খানপুর রোড, দেশবন্ধু পল্লী, পোঃ- রবীন্দ্রনগর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **(শ্রী বিপুল এদবর)** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহার নিজ নামে নাম-জারি করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যত হইবে।
Kunal Das (Advocate)
District Judge Court Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **১। শ্রী গৌর রুইদাস, ২। শ্রী মধুসুদন রুইদাস,** উভয়ের পিতা মৃত কানাই রুইদাস, উভয়ের সাং ও পোঃ দেবানন্দপুর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী বিগত ইং- ০৮/০৮/২০১২ তারিখের এ. ডি. এস. আর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১ নম্বর সিডি ভল্যুমের ১৬১৩ হইতে ১৬২২ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ০০১৩৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে **শ্রী নিশীথ ঘোষ,** পিতা - অক্ষয় কুমার ঘোষ, সাকিম - কানাগড়, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা – চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাবলে জেলা - হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- মানুষপুর, জে.এল নং- ৪, হাল খতিয়ান নং – ৩৪৬৭, ৩৪৬৮ সাবেক দাগ নং ৪৩৪, হাল ৭২৭ নং দাগে ১ কাঠা ৬ ছটাক ৮ বর্গফুট সম্পত্তি এবং সাবেক দাগ নং ৪৩৫, হাল ৭২৯ নং দাগে ৯ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং- ২৮/০৪/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ৬ নং সিডি ভলিউমের ১৫৫ নং হইতে ১৬৮ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ০১৯৪৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে **১। শ্রীমতী অঞ্জু দাস চৌধুরী,** স্বামী শ্রী গৌতম চৌধুরী, সাং – শরৎ পার্ক, পোঃ - দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী এবং **২। শ্রীমতী পম্পা দাস,** স্বামী শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, সাং- মানুষপুর ইডেন পার্ক, পোঃ – মানুষপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **(শ্রীমতী অঞ্জু দাস চৌধুরী এবং শ্রীমতী পম্পা দাস)** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহাদের নিজ নিজ নামে নাম-জারি করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যত হইবে।
Kunal Das (Advocate)
District Judge Court Hooghly

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬'-এর ফল প্রকাশ

'সেরার সেরা' বিভাগে প্রথম সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকারের অধীনে প্রথমবার ঘোষিত হল দুর্গাপুজোর সরকারি সম্মাননা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬'-এর ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগের সরকারের 'বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান'-এর পরিবর্তে এবার মোট ২৩টি পুজো কমিটিকে বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে।

এবারের 'সেরার সেরা' বিভাগে প্রথম হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। দ্বিতীয় বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গাপুজো সমিতি এবং তৃতীয় চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। এই তিনটি পুজো কমিটিকে এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। 'সেরা প্রতিমা' বিভাগে প্রথম হয়েছে মুদিয়ালি ক্লাব। দ্বিতীয় টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব সমিতি, তৃতীয় বেহালা অরুণোদয় সমিতি এবং চতুর্থ আহিরীটোলা সর্বজনীন। 'সেরা মণ্ডপ' বিভাগে প্রথম হয়েছে খিদিরপুর ২৫ পল্লি ক্লাব এবং দ্বিতীয় হয়েছে আমরা ক'জন কল্যাণ সমিতি। 'সেরা আলোকসজ্জা' বিভাগে প্রথম সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ, দ্বিতীয় বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবং তৃতীয় শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গাপুজো। 'সেরা পরিবেশবান্ধব' বিভাগে প্রথম নলিন সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন, দ্বিতীয় অ্যালেন পার্ক এবং তৃতীয় রাজডাঙা নব উদয় সংঘ। সামাজিক বার্তার জন্য 'সেরা সমাজ সচেতনতা' বিভাগে প্রথম কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো সমিতি, দ্বিতীয় বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, তৃতীয় চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন এবং চতুর্থ অজেয় সংহতি পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়া বিজি লাইনস আবাসন দুর্গাপুজো কমিটি, শ্যাম স্কোয়ার, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক সর্বজনীন (এসবি পার্ক) এবং সমাজসেবী সংঘকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, নিয়ম অনুযায়ী কিছু পুজোকে সম্মানিত করা হলেও সরকারের কাছে রাজ্যের সব দুর্গাপুজোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কয়লা পাচার ও বেআইনি খনন-কাণ্ডে পদক্ষেপ ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়লা পাচার ও বেআইনি খনন কাণ্ডে ফের বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল ইডি। ইসিএল অর্থাৎ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড লিজ নেওয়া এলাকা থেকে কোটি কোটি টাকার অবৈধ কয়লা উত্তোলন এবং তা পাচারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালার আরও ১৩৬.৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা 'প্রভিশনালি অ্যাটাচ' করল কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় সম্প্রতি এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হওয়া মোট অপরাধলব্ধ সম্পত্তির অর্থাৎ প্রসিডস অফ ক্রাইম পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ৮১৫.০৮ কোটি টাকা।

এদিকে ইডি সূত্রের খবর, বেআইনিভাবে উত্তোলিত কয়লা নগদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলকারখানায় বিক্রি করা হত। এই কাজে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের একশ্রেণির আধিকারিকের প্রত্যক্ষ মদত ছিল বলে অভিযোগ। কয়লা বিক্রির বিপুল নগদ টাকা আড়াল করতে ও সেটিকে আইনি বৈধতা দিতে অনুপ মাজি একাধিক ভুয়ো বা শেল সংস্থা খোলে। এই সমস্ত সংস্থার আসল মালিক অনুপ হলেও কাগজপত্রে নাম রাখা হত তার আত্মীয়, কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী গুরুপদ মাজির। পরে বিভিন্ন ভুয়ো অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রির মাধ্যমে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে ওই বেআইনি টাকা জমা করে তা ঘুরপথে বাজারে নামানো হত।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই কাঁচা টাকা দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ইডির সাম্প্রতিক বাজেয়াপ্ত তালিকায় রয়েছে অনুপ মাজির মালিকানাধীন দুটি বিলাসবহুল রিসোর্ট, যার মধ্যে একটি পুরুলিয়ার 'গড় পঞ্চকোট ইকো ট্যুরিজম' এবং দ্বিতীয়টি বাঁকুড়ার 'বিহারীনাথ ইকো ট্যুরিজম'। এছাড়া একাধিক ভুয়ো সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা থাকা মোটা অঙ্কের টাকা এবং মাজি পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিক দফায় অনুপ মাজি ও তার সহযোগীদের ৬৭৮.৬৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। নতুন করে ১৩৬.৪৪ কোটি টাকা যুক্ত হওয়ায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য ছাড়াল ৮১৫ কোটি টাকা। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা ইডির তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কয়লা পাচার কাণ্ডের নেপথ্যে থাকা টাকার আসল উৎস ও সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতীক জটিলতার নিষ্পত্তি কাটাতে তৃণমূলের দু'পক্ষকে শুনানিতে ডাকল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পুরভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় স্বত্ব ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে জটিলতার নিষ্পত্তিতে দু'পক্ষকে একসঙ্গে শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৩০ অক্টোবর দিল্লির নির্বাচন সদনে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকে মুখোমুখি শুনানির জন্য হাজির হতে বলা হয়েছে। তার আগে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে নিজেদের দাবির সমর্থনে সমস্ত নথি কমিশনের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দলভাঙনের পর এই প্রথম কমিশনের ডাকে একই মঞ্চে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই শিবির। এর আগে পৃথক ভাবে শুনানির নোটিস দেওয়া হলেও, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এবার যৌথ শুনানির আয়োজন করেছে কমিশন। আদালত গত ২৮ সেপ্টেম্বর চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতীক-সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল। উপনির্বাচনের আগে কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক ব্যবহারে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

বস্ত্রদানে কয়েকশো মানুষের মুখে হাসি, উদ্যোগে সুব্রত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে জন ঐক্য ও কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে হাওড়ার আন্দুলের পুঁইল্যা মহিষ পুকুরধারে আয়োজিত হল বস্ত্র উপহার অনুষ্ঠান। প্রয়াত শুভেন্দু খাঁড়ার স্মরণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কয়েকশো অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। উদ্যোগের নেপথ্যে ছিলেন সমাজসেবী সুব্রত রায়। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং রয় ঘোষ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অন্যতম পার্টনার সুব্রত রায় সারা বছরই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রদীপ্তনন্দ মহারাজ। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ড. প্রণত টুডু। আহ্বায়ক ছিলেন সমাজসেবী সুদীপ দেবনাথ।

মহানায়ক উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মণ্ডপসজ্জা হল ভবানীপুরে।
ছবি: অদিতি সাহা

ইপিই ফোম সলিউশনস 'কমফেক্স দুর্গাপুজা ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল। কলকাতা জুড়ে অংশগ্রহণকারী পুজো কমিটিগুলির প্রদর্শিত সৃজনশীলতা, কারুকার্য এবং উদ্ভাবনী দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। হরিদেবপুরের ৪১ পল্লি ক্লাব ১ লক্ষ টাকার প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে, এরপর সল্টলেকের এ.ই ব্লক সমাজ কল্যাণ সংঘ ৫০,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং ভবানীপুরের রায় স্ট্রিট সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি ২৫,০০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। বিজয়ীদের তাদের উদ্ভাবনী প্যান্ডেল ডিজাইন এবং শৈল্পিক ইনস্টলেশন ও সজ্জার উপাদানগুলিতে ইপিই ফোমের ব্যবহার করেছে। জুরি প্যানেলে ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা অশোক বিশ্বনাথন, প্রযোজক অমিত আগরওয়াল, বিডিজি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অলোক গোয়েল, কমফেক্স-এর সিইও সুমিত ভাট এবং কমফেক্স-এর দলের সদস্যরা।

রেকর্ড সময়ে ১০ হাজার কোটির মাইলফলক, মালবহনে অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারতীয় রেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব রেল পণ্য পরিবহণে এক দুর্দান্ত কৃতিত্ব অর্জন করল। চলতি ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের শুরু থেকে মাত্র সাড়ে ছয় মাসের মধ্যে মালবাহী ট্রেন থেকে এই জোনের আয় ১০,০০০ কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। গত ১৩ অক্টোবর এই ঐতিহাসিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে রেল বলেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। যদিও এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত বছরের তুলনায় এবার অনেক কম সময়ে এই সাফল্য এসেছে। বিগত ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে দক্ষিণ-পূর্ব রেল এই একই ১০ হাজার কোটির ঘরে পৌঁছেছিল ২৫ অক্টোবর। অর্থাৎ, গতবারের চেয়ে এবার পুরো ১০ দিন আগেই এই বিপুল রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, যা রেলের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির এক বড় প্রমাণ। দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রের খবর, গত বছরের এই একই সময়কালের তুলনায় এবার মালবহন থেকে হওয়া আয় ৫.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ের পাশাপাশি পণ্য তোলার (লোডিং) পরিমাণও এক ধাক্কায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত যেখানে ১০৮.০৩ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি বছরে তা ৫.৬৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪.১৭ মিলিয়ন টনে। কয়লা, আকরিক লোহা এবং অন্যান্য ভারী সামগ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার ফলেই এই বৃদ্ধি।

দলে ভাঙন ও দলবদলু নেতাদের দাপট নিয়ে ক্ষুব্ধ শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর মুখে রাজ্য তথা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দলবদল এবং নতুন নেতাদের একাংশের আচরণ নিয়ে নিজের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার হাওড়ায় এক কর্মসূচিতে এসে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ভাঙন, নতুন ও পুরনো কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব এবং রাজ্য জুড়ে চলা বিভিন্ন অস্থিরতা নিয়ে একগুচ্ছ মন্তব্য করেন তিনি। এদিন নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সদ্য দলবদল করে আসা স্বঘোষিত নেতাদের তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, একটা সময় সিপিএম দলটা ছিল, তারপর সেই সিপিএমের একাংশ যখন তৃণমূলে চলে গেল, তখন সেখানে একটা নতুন গোষ্ঠী তৈরি হল। এখন আবার একদল মানুষ রাতারাতি বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে নিজেদের বড় নেতা ভাবছেন। এদের কার্যকলাপ আগে পুরুলিয়া বা অন্যান্য জেলাতেও দেখা গেছে। তিনি স্পষ্ট জানান যে, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এমন কোনো অনৈতিক কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও এদিন তৃণমূলের অন্দরের দ্বন্দ্ব এবং সাধারণ স্তরের কর্মীদের ক্ষোভকে সামনে রেখে তিনি বলেন, তৃণমূলের নিচুতলার বহু কর্মী হয়তো নেতাদের ভালো করে চেনেনও না।

পুজোয় মেট্রোয় উপচে পড়া ভিড়, খোলা হচ্ছে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের দিনগুলিতে মেট্রোয় লাখ লাখ মানুষের ভিড় সামলাতে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নামছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার ১৬ অক্টোবর (মহাষষ্ঠী) থেকে আগামী ২১ অক্টোবর (বিজয়া দশমী) পর্যন্ত স্টেশন চত্বর এবং ট্রেনের ভেতরে বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, উৎসবের দিনগুলিতে মেট্রো স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের ব্যাপক ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ১৬ থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। বিশেষ নজরদারিতে থাকা স্টেশনগুলির মধ্যে থাকছে দক্ষিণেশ্বর, দমদম, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল, পার্ক স্ট্রিট, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং কবি নজরুল স্টেশন। সেখানে পর্যাপ্ত আরপিএফ মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়া এসপ্ল্যানেড, হাওড়া, হাওড়া ময়দান ও শিয়ালদহ স্টেশনে চলবে বিশেষ নজরদারি বলেই জানিয়েছে মেট্রো। এছাড়াও ট্রেনে ও স্টেশনে মহিলা আরপিএফ টিম মোতায়েন থাকবে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মহিলা কর্মীদের নিয়ে গড়া 'কুইক রেসপন্স টিম' এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এছাড়াও প্ল্যাটফর্মের হলুদ রেখা পার হওয়া বা টানেলের মুখে চলে যাওয়া রুখতে আরপিএফ কর্মীরা কড়া নজর রাখবেন। পাশাপাশি নোয়াপাড়া, টলিজঞ্জ, কবি সুভাষ, সেন্ট্রাল পার্ক এবং জোকা কারশেডের নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ডগ স্কোয়াডকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে টিকিট কাউন্টারের লম্বা লাইন এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বাড়তি বুকিং কাউন্টার খোলা হচ্ছে। তবে মেট্রো আধিকারিকদের অনুরোধ, যাত্রীরা যেন দীর্ঘ লাইন এড়াতে এবং সময় বাঁচাতে ওয়াল মাউন্টেড টিকিটিং টার্মিনাল, 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ, স্মার্ট কার্ড বা স্টেশনে থাকা কিউআর কোড স্টিকার ব্যবহার করেন।

কলকাতার বনেদিয়ানার ছোঁয়া বেঙ্গালুরুর পালবাড়ির দুর্গাপুজোয়, ঐতিহ্য আর আন্তরিকতায় মুগ্ধ প্রবাসীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেঙ্গালুরু: কর্মসূত্রে শহর ছেড়ে দূর রাজ্যে বসবাস, কিন্তু মন জুড়ে সেই কলকাতার পুজো। শৈশবের স্মৃতি, বনেদি বাড়ির সাবেকিয়ানা আর বাঙালির চিরাচরিত দুর্গোৎসবের আবেগকে সঙ্গী করেই বেঙ্গালুরুর বুকে জমে উঠেছে পালবাড়ির দুর্গাপুজো। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাজসজ্জা, আচার-অনুষ্ঠান এবং আপ্যায়নে নজর কাড়ছে এই পুজো। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স এলাকার এই পুজো দেখতে প্রতি বছরই ভিড় করেন বহু মানুষ। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে উৎসবের আমেজে মুখর পালবাড়ির প্রাঙ্গণ।

এবারের পুজোর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর দেবী শেট্টি। উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার ফটো জার্নালিস্ট জোয়া লোবো। উল্লেখ্য, পালবাড়ির এই পুজোর প্রতিমা থেকে পুজোর উপাচার, ভোগ থেকে মিষ্টি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালির চেনা ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তারা। কলকাতা থেকে প্রতিমাশিল্পী এনে তৈরি করা হয়েছে দেবীমূর্তি। পুজোর ভোগ ও মিষ্টি তৈরির জন্যও কলকাতা থেকে আনা হয়েছে অভিজ্ঞ রাঁধুনি ও হালুইকর। রয়েছেন পুরোহিতও। পুজোর সঙ্গে যুক্ত সকলের থাকা-খাওয়ার জন্য করা হয়েছে উন্নতমানের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে, ভিনরাজ্যে থেকেও কলকাতার দুর্গাপুজোর পূর্ণাঙ্গ স্বাদ তুলে ধরার প্রয়াস পাল পরিবারের। এই পুজোর নেপথ্যে রয়েছেন রোজী পাল। কলকাতার শ্যামবাজারে বড় হয়ে ওঠা রোজীর ছোটবেলার পুজোর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন তাঁর বাবা লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার হাত ধরে কলকাতার বিভিন্ন দুর্গাপুজো ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে তৈরি করেছিল উৎসবের প্রতি গভীর টান। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় পুজোর সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন

দেশের পুজো

তিনি। সেই স্মৃতি ও আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতেই কয়েক বছর আগে বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজো শুরু করার উদ্যোগ নেন রোজী।

রোজীর শ্বশুরবাড়ি ফলতার জমিদার পরিবার। দীর্ঘদিন বেলুড়ের বাসিন্দা হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো দেখতেও নিয়মিত যেতেন তিনি। ফলে তাঁর পুজোর ভাবনায় একদিকে যেমন রয়েছে কলকাতার শৈশবের স্মৃতি, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে বেলুড়ের ধর্মীয় পরিবেশ ও ঐতিহ্যের প্রভাব। স্বামী সুজিত পালের কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে চলে আসার পর রোজীর জীবনও বাঁধা পড়ে এই শহরের সঙ্গে। তবে শহর বদলালেও বদলায়নি দুর্গাপুজোকে ঘিরে তাঁর আবেগ। সেই আবেগ থেকেই প্রবাসের মাটিতে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবকে আপন করে নেওয়ার উদ্যোগ।

একটি বিশাল ফ্ল্যাটে আয়োজন করা হয়েছে পুজোর। পুজোর পাশাপাশি রয়েছে গান, আড্ডা এবং বাঙালির চিরাচরিত খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মিলনমেলায় পুজো হয়ে উঠেছে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার উপলক্ষ্য। পুজোর ভাবনা ও পরিকল্পনায় রোজী পাল অগ্রণী ভূমিকা নিলেও, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন পাল পরিবারের কর্তা সীতাংশুশেখর পাল এবং তাঁর স্ত্রী শিপ্রা পাল। তাঁরা বেঙ্গালুরুর স্থায়ী বাসিন্দা নন। কলকাতা থেকে পুজোর প্রয়োজনীয় উপাচার ও সামগ্রী নিয়ে গিয়ে প্রতিটি আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দিকে নজর রাখেন তাঁরা। পুজোর প্রতিটি রীতি যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়, সেদিকেও থাকে বিশেষ নজর।আজকের দিনে কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন অসংখ্য বাঙালি। কিন্তু দূরত্ব যে শিকড়ের টানকে মুছে দিতে পারে না, পালবাড়ির দুর্গাপুজো তারই উদাহরণ। কলকাতা থেকে বহু দূরে বেঙ্গালুরুর মাটিতে তাই পালবাড়ির পুজোয় ধরা পড়ছে সেই চেনা শারদীয় আবেগ যেখানে দেবী দুর্গার আরাধনার পাশাপাশি উদ্‌যাপিত হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি ও শিকড়ের প্রতি ভালোবাসা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ২০২৬, ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩, শনিবার

কাঁকুড়গাছি যুবকবৃন্দের দুর্গাপ্রতিমা।

কাঁকুড়গাছি মিতালি সংঘের দুর্গাপ্রতিমা।

মানিকতলার কৃষ্ণবাগান নবজীবন সংঘের প্যান্ডেল।

ছবি: অদিতি সাহা

শরতের মেঘের ফাঁকে স্বস্তির বার্তা, পুজোয় ভিলেন হবে না বৃষ্টি, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শরতের আকাশ আর দুর্গাপুজো একে অপরের পরিপূরক। মিঠে রোদ, ভোরে হালকা ঠান্ডার আমেজ আর নাতিশীতোষ্ণ সন্ধ্যায় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরার আনন্দই আলাদা। সারা বছরের এই বিশেষ দিনগুলোতে বৃষ্টির ভ্রুকুটি তাই বরাবরই চিন্তায় রাখে বাঙালিদের। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের স্বস্তির খবর, গোটা পুজো মাটি হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। সপ্তমীর পর থেকে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলেই পূর্বাভাস। যদিও প্রথম সপ্তমীতে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কোমোরিন এলাকা থেকে একটি অক্ষরেখা ওডিশা উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে। যদিও দেশ থেকে ইতিমধ্যে বর্ষা বিদায় নিয়েছে এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে মনসুন রিটার্ন, তবুও এই নিম্নচাপ অক্ষরেখার জেরে পুজোর ঠিক আগে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় আকাশ মূলত পরিষ্কার বা কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা থাকবে। সকাল ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া অনুভূত হবে এবং ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তিও ক্রমশ কমবে।

আজ শনিবার, প্রথম সপ্তমীতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। এরপর রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমী থেকে একাদশী, দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তবে পুজোর শুরুর দিনগুলিতে ওপরের দিকের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার প্রথম সপ্তমীতে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং-এ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা। এরপর রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমীতে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এরপর অষ্টমী থেকে একাদশী উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই আবহাওয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর।

শনিবার প্রথম সপ্তমীতে সকালের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও বিকেলের দিকে আকাশ মেঘলা হতে পারে। কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এরপর সপ্তমী থেকে নবমী এই দিনগুলিতেও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে দশমী ও একাদশী এই দুই দিন আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে এবং বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা হতে পারে।

শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৫ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। সবমিলিয়ে, শুরুর দিকে কিছু প্যান্ডেলে ছাতা হাতে ঠাকুর দেখতে হলেও, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত শুকনো ও মনোরম আবহাওয়াতেই কাটবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, এমনটাই আশার বাণী শুনিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

বেসরকারি হাসপাতালের রোবোটিক সার্জারি পরিষেবার উদ্বোধনে পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরে বেসরকারি সারদা মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রোবোটিক সার্জারি এবং স্পাইন মাইক্রো সার্জারি পরিষেবা শুক্রবার থেকে চালু হল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কেটে অত্যাধুনিক এই চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। অত্যাধুনিক এই চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় রোবোটিক এবং স্পাইন মাইক্রো সার্জারি পরিষেবা এই প্রথম চালু হল। ব্যবসার পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একটা মানবিক দিকও আছে। গরিব মানুষজনের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাহায্য করে থাকেন। মন্ত্রী জানান, সরকারি হাসপাতালগুলোতে পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক স্কিম চালু হয়েছে। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়। এমনকী পরিবর্তনও হচ্ছে। এবারে ১৩ হাজার পুজো বেড়েছে। পাশাপাশি অ্যালান পার্কেও দুর্গাপুজো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বন্ধ উত্তরবঙ্গে ২১টি চা-বাগান। সেই চা বাগানগুলোতে মোট ১৯,৫২৪ জন শ্রমিক কর্মহীন। এপ্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী বলেন, বন্ধ চা-বাগানগুলোর শ্রমিকদের পুজোর উপহার হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য এবং অতিরিক্ত ৫০ কেজি চাল দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া ১৩টি চা বাগানের মালিক শ্রমিকদের পুজোর বোনাস দিতে চাইছিলেন না। উক্ত মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতেই, তড়িঘড়ি তাঁরা বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন অত্যাধুনিক এই চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হাসপাতালে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ রায়।

ইউজিসির যোগ্যতা না থাকায় আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি বাতিল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, সরকারি বিজ্ঞপ্তির বিধি লঙ্ঘন;ইউজিসির নির্ধারণ করা একাধিক শর্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল ছত্রপতি দত্তকে। অবশেষে সেই বেআইনি নিয়োগ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার নির্দেশ দিতে গিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের সাফ পর্যবেক্ষণ; নির্ধারিত যোগ্যতা ও নিয়ম না মেনে করা এই পদে নিয়োগ সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অসংবিধানিক। অযোগ্য কেউ এভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে আসীন থাকতে পারেন না।

আদালত সূত্রে খবর, ২০১৫ সালে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতেই জল্পনা ছড়ায় তৃণমূলের পছন্দের প্রার্থী ছত্রপতি দত্তের যোগ্যতা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-এর নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আবেদনকারীর পিএইচডি ডিগ্রি, নির্দিষ্ট বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক। অভিযোগ ওঠে, শাসকদলের মদতেই ইউজিসির সমস্ত আবশ্যিক শর্তকে উপেক্ষা করে ছত্রপতিবাবুকে অধ্যক্ষের পদে বসানো হয়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আবেদনকারীরা। তাঁদের আইনজীবীদের মূল বক্তব্য ছিল, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ইউজিসির নিয়ম ভেঙে বেআইনিভাবে এই চেয়ারে বসানো হয়েছে ওই প্রার্থীকে।

মামলার দীর্ঘ শুনানিতে পিএসসি এবং রাজ্য সরকারের কাছে প্রার্থী পদের যোগ্যতা সংক্রান্ত একাধিক নথি চায় হাইকোর্ট। সমস্ত নথি এবং নিয়োগের তৎকালীন শর্ত খতিয়ে দেখে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ছত্রপতি দত্তের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্তপূরণ হয়নি। রায় ঘোষণার সময় অত্যন্ত কড়া সুরেই বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইউজিসির নির্দেশিকা ও নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ না করে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ আইনসম্মত হতেই পারে না। অযোগ্য কাউকে এভাবে বসিয়ে রাখা আইনসিদ্ধ নয়।' এর পরেই ছত্রপতি দত্তের অধ্যক্ষ পদ বাতিলের চরম নির্দেশ জারি করে আদালত।

মমতার পুজো উপহারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, কড়া সমালোচনায় কালীঘাটের প্রবীণ নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো উপলক্ষে দলের ঘনিষ্ঠ কর্মীদের শাড়ি ও পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু বছরের পুরনো রীতি। তবে এবার সেই পুজোর উপহারকে কেন্দ্র করেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হল। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে দলের সাম্প্রতিক সংকটজনক পরিস্থিতির পর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করা কয়েকজন নতুন ছাত্র-যুব নেতা এবার পুজোর উপহার পান। আর সেই উপহারের ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করতেই দলের ভেতরে পুরনো ও নতুনদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। কালীঘাট-তৃণমূলের অন্দরের খবর, উপাসনা চৌধুরী ও অরূপ চৌধুরীর মতো দলের কয়েকজন নতুন মুখ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া পোশাকের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন। এই ঘটনাটিই দলের নিচুতলা এবং জেলা স্তরের কর্মীদের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করে। দলের একাধিক বিধায়ক এবং জেলা স্তরের নেতাদের বক্তব্য, নেত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া অবশ্যই আনন্দের বিষয়, কিন্তু তা নিয়ে এভাবে ইন্টারনেটে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না। কালীঘাটের প্রবীণ নেতাদের একাংশ আরও কড়া ভাষায় এই আচরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, দল যখন একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন নতুনদের এই ধরনের 'বালখিল্য আচরণ' ও 'রুচিহীন প্রদর্শন' কর্মীদের কাছে খুব খারাপ বার্তা দিচ্ছে। যদিও ক্ষোভের আসল কারণটি স্পষ্ট রাজপথ থেকে জেলার কর্মীদের মধ্যে।

ফোনে প্রাণনাশের হুমকি বিকাশরঞ্জনকে, মাকে নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়িতে হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সরাসরি ফোনে খুনের হুমকি পাওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুললেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়েও অত্যন্ত কুৎসিত ও কুরুচিকর ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রবীণ এই আইনজীবী। ঘটনার নেপথ্যে হিন্দু মৌলবাদীদের হাত রয়েছে বলে দাবি করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার বা পুলিশ প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। প্রয়োজন হলে তিনি নিজের আত্মরক্ষার অধিকারও প্রয়োগ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট একটি সময়ে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন পান বিকাশরঞ্জনবাবু। পেশাগত ও রাজনৈতিক সূত্রে প্রতিদিন তাঁর কাছে বহু মানুষের ফোন আসায়, অচেনা নম্বর হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফোনটি রিসিভ করেছিলেন। আইনজীবীর দাবি, ওপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজের নাম সুকান্ত মণ্ডল বলে জানায়। এরপরই ফোনে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী, তাঁর প্রয়াত মাকেও নিয়ে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয়।

এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সমস্ত বিষয়টি সামনে এনে তীব্র আক্রমণ শানান বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি ফেসবুকে লেখেন, 'ফোনে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যদের খুনের হুমকি দিলেন। আমার প্রয়াত মা সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করলেন। ওই ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত হিন্দু মৌলবাদীদের সহজাত।' সেই সঙ্গেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেন সেটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার অধিকার কার্যকর করব।'

উল্লেখ্য, এর আগে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাসভবনে হামলার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়ে কড়া ভাষায় হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ করেছিলেন তিনি। যার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে কম জলঘোলা হয়নি। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে তাঁকে নিশানা করে বিতর্কিত পোস্ট বা নির্দিষ্ট শব্দগুলি মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকী নির্দেশ না মানলে কঠোর আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে বলেও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের সেই নির্দেশ বা হুঁশিয়ারিকে পাত্তাই দেননি বিকাশরঞ্জনবাবু। বরং রবিবারের এই ঘটনার পর ফের একবার ফেসবুক পোস্টে 'হিন্দু মৌলবাদী' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে নিজের অনড় অবস্থানের কথাই স্পষ্ট করে দেন তিনি।

বনগাঁয় সিপিএমের বুকস্টল নিয়ে আইনি জট, সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর মরশুমে বনগাঁয় সিপিএমের বুকস্টল স্থাপন সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় মোড়। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের করা মামলায় কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের রায় খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যথাযথ অনুমতি ছাড়া রাস্তার ধারে টেবিল-ছাতা পেতেও কোনো বুকস্টল করা যাবে না। আদালতের সাফ নির্দেশ, আইনের চোখে সবাই সমান, তাই রাস্তায় অবৈধভাবে তৈরি বা অনুমোদিত নয় এমন সমস্ত স্টল অবিলম্বে তুলে দিতে হবে। আগামী ২১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে এবং মামলায় যুক্ত সমস্ত পক্ষকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিন শুনানির শুরুতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে মামলাকারী পক্ষের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, বুকস্টল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আইনসম্মতভাবে কোনো অনুমতি চাওয়া হয়েছিল কি না বা যদি অনুমতি না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে পুলিশ কী পদক্ষেপ করবে।

জবাবে সিপিএমের আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, পূর্ত দপ্তর এবং হাইওয়ে অথরিটিকে ই-মেইলের মাধ্যমে অনুমতির আবেদন জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি পুলিশের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এরপরেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, রাস্তার ধারের সমস্ত অবৈধ বা অনুমোদনহীন স্টল তুলে দিতে হবে। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'আইনের চোখে সবাই সমান। অনুমতি না থাকলে কারোরই স্টলের প্রয়োজন নেই। বুকস্টলটি ঠিক কোথায় রয়েছে, রাস্তার ওপরে?' জবাবে সিপিএমের আইনজীবী জানান, বুকস্টলটি সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের ঠিক সামনেই করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধান বিচারপতি তখন জানতে চান, রাস্তার অন্য স্টলগুলি যে লাইনে রয়েছে, সিপিএমের বুকস্টলটিও কি ঠিক একই লাইনে, নাকি একটু রাস্তার উপরে এগিয়ে রয়েছে? মামলাকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অন্যান্য স্টলের লাইনেই সেটি রয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়ালে জানান, পাশের বাকি স্টলগুলির আদতে কোনো বৈধ অনুমতি আছে কি না, সে বিষয়ে প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট তথ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানান, হাইকোর্ট সমস্ত অবৈধ স্টল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবে। আইনের চোখে সমতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, তাই রাস্তার ওপরের সমস্ত স্টল তুলে দিতে হবে। সিপিএমের আইনজীবী শামিম আহমেদ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চও একই ধরনের ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ রেখেছিল। তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রশ্ন তোলেন, 'আইনের চোখে কোনও ধরনের অনুমতি ছাড়া কীভাবে বুকস্টল বসল বা বসা সম্ভব?'

মামলার শেষ পর্যায়ে এসে সিপিএমের আইনজীবী কিছুটা নমনীয় হয়ে আর্জি জানান, সামনেই দুর্গাপুজো চলছে, পুজোর মাত্র আর ৩-৪টে দিন বাকি রয়েছে। এই কটা দিন কোনো মাইক বা মাইক্রোফোন ব্যবহার না করে বুকস্টলটি চালানোর অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি আরও শেষ প্রস্তাব রাখেন যে, পার্টি অফিসের সামনে মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা একটি টেবিল ও ছাতা পেতে বুকস্টল করতে দেওয়া হোক, এর জন্য কোনো স্থায়ী ছাউনিরও প্রয়োজন নেই। পালটা সওয়ালে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতের নজর আকর্ষণ করে জানান, যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সেই বনগাঁ থানার সেই আইসি স্বয়ং এজলাসে উপস্থিত রয়েছেন। বিশেষ করে ওই বুকস্টলের সম্ভাব্য স্থান থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৬ কিলোমিটার। সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সাফ নির্দেশ দেয় যে, টেবিল বা ছাতা পেতেও ওই স্থানে কোনো বুকস্টল করা যাবে না।

খসড়া তালিকা ১২ নভেম্বর, ৪ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশের কাজ শুরু হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে। আগামী ১২ নভেম্বর রাজ্যে প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। তার পর প্রায় এক মাস ধরে নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়া এবং ভোটার তালিকার তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকবে। সব প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী ৪ জানুয়ারি ২০২৭ প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। যদিও এই খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর ১২ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে বলেই জানিয়েছে কমিশন। তবে এইক্ষেত্রে নতুন ভোটারের নাম তোলা, কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার দাবি কিংবা তালিকায় থাকা নাম, ঠিকানা বা অন্য কোনও তথ্য সংশোধনের জন্য এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এরপর পাওয়া আবেদনগুলি যাচাই করে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদিও নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারিকে নির্ধারিত তারিখ হিসাবেই ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পরের বছরের ১ এপ্রিল, ১ জুলাই এবং ১ অক্টোবর, যাঁরা ১৮ বছর পূর্ণ করে ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন, তাঁদের কাছ থেকেও আগাম আবেদন নেওয়া হবে বলেই কমিশন জানিয়েছে।

এবারে ভোটকেন্দ্রের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটি ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১২০০ জন ভোটার রাখা যাবে। একই সঙ্গে ভোটারদের বাড়ি থেকে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব ২ কিলোমিটারের মধ্যে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন তালিকা তৈরির পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের বিন্যাসেও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। তবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও কড়া যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও ভোটার মারা গিয়েছেন বা স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন বলে নাম বাদ দেওয়ার আগে তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া অন্য কোনও কারণে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে ব্যক্তিগতভাবে নোটিস দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের রক আধিকারিকের বক্তব্য, 'যোগ্য কোনও ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, আবার অযোগ্য নামও যাতে তালিকায় না থাকে, তা নিশ্চিত করেই সংশোধনের কাজ করতে হবে।'

এপার বাংলায় আগমনীর আমন্ত্রণ, ওপার বাংলায় বোধনেই বিসর্জন !

স্বপনকুমার মণ্ডল

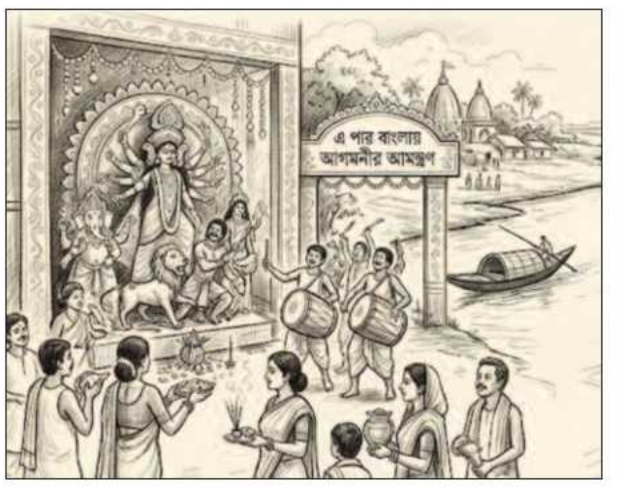

সারা পৃথিবী জুড়ে যখন শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজনে চারিদিকে*আগমনীর*আনন্দের ঐকতান ভেসে আসে,তখনও একটি দেশে বাঙালি হিন্দুদের গভীর উৎকণ্ঠা অবিরত জেগে থাকে। সেখানেই মূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে পুজো হওয়ার বার্তা ছড়িয়ে পড়ার বাতিক স্বাভাবিকতা লাভ করে। বাঙালি হিন্দুদের আপন দেশ বাংলাদেশেই বিসর্জনের বিষাদের ছায়াতেই বোধনের আতঙ্ক জেগে থাকে অবিরত। এবারও সে দেশের টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে শারদীয় দুর্গার সাতটি মূর্তির ক্ষতি করার কথা সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে। অন্যদিকে দুর্গা পূজায় পাঁচ দিন সরকারি ছুটির বিরুদ্ধে মৌলবাদী সংগঠন ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজাপার্বণের বিরুদ্ধে মৌলবাদী সংগঠনের নানাভাবেই বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়াস থেকে ধর্মীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করা সক্রিয় উদ্যোগ এখনও বহাল তবিয়তে। এজন্য এপার বাংলার আগমনীর রেশ না কাটতেই

ওপার* বাংলায় তার* বিসর্জনের চাপা*আতঙ্ক*জেগে থাকে । সেখানে প্রতিমা ভেঙে দিয়ে পূজায় বিঘ্ন করা বা উৎসবকে ভণ্ডুল করার নৈমিত্তিক ব্যাপার তো ছিল, ২০২২-এ এসে দেবী দুর্গার বোধনেই* বিসর্জনের ছবি সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তার জের কাটতে না কাটতেই ২০২৪-এর গোড়ায় স্বচ্ছ ও নৈতিকতার অভাবে অবাধে নির্বাচন না হওয়ার অভিযোগে সংসদীয় নির্বাচনোত্তর পরিসরে অশান্ত দেশের আবহের মধ্যেই আকস্মিক ঘূর্ণাবর্তের মতো ২০২৪-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধার কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল দেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকট ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে চাকরিতে কোটা বিরোধিতার আন্দোলনের মিছিল থেকেই হিন্দুদের বিতাড়নের শ্লোগান মুখরিত হয়। সেই কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকেই ৫ আগস্টে সে দেশে গণঅভ্যুত্থান ঘটায় সংখ্যালঘুদের মনে সে দেশের ধর্মীয় উদারতা যাও-বা জ্বলে ছিল,তাও নিভে যায় । ইতিমধ্যে সে দেশে শারদীয় পূজা করা যাবে না বলে মৌলবাদীদের মিছিলের ভিডিও সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । টাকার বিনিময়ে পূজা করার কথাও ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে । অন্যদিকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভের নামে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দ্বিতীয় বার পরাধীনতার শিকার হয়ে ওঠে। এমনিতে ইতিপূর্বে সাতচল্লিশের দেশভাগের শিকার থেকে একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে হিন্দুদের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার কথা ছিন্নমূল বাঙালি হিন্দুদের ঘরে ঘরে আত্মগোপন করে ছিল । ২০২৪-এ আগস্টে এসে সেই গোপনতার আড়াল আর রইল না। শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুনরায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির নামে প্রতিশোধের বিকারে তুমুল তাণ্ডব থেকে নতুন দেশ গড়ে তোলার নামে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ,হত্যালীলা প্রভৃতির ধ্বংসলীলার ভয়ঙ্কর প্রতাপে মেতে ওঠা সংখ্যাগরিষ্ঠের একাধিপত্য ও বিধ্বংসী আক্রমণে বিধ্বস্ত হিন্দুদের সে দেশে টিকে থাকাই দায় হয়ে ওঠে । যেখানে প্রাণে বাঁচাই দায়,সেখানে মান রাখার চিন্তা না আসাই দস্তুর । ধর্মীয় উগ্র বিদ্বেষে যে হিন্দুদের পূজা-পার্বণকে নস্যাৎ করাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে ! সেখান হিন্দুদের মন্দির বা মণ্ডপকে মুসলিমদের পাহারা দেওয়ার মধ্যে আপাতভাবে উদারতার কথা মনে এলেও আদতে তা হিন্দুদের অসহায়তা থেকে নিরাপত্তার অভাবকেই প্রকট করে তোলে । সেক্ষেত্রে হিন্দুদের একদিকে প্রাণের ঝুঁকি,অন্যদিকে মানের সংকট। এজন্য শারদোৎসবের আবহেও তার আগমনী নয়,বিসর্জনের আতঙ্ক জেগে ওঠে ।

বাঙালি বহু সংগ্রামের মধ্যে স্বাধীন দেশ পেয়েছে ঠিকই,আবার সে দেশেই বাঙালির বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট হয়ে উঠেছে । অবশ্য এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । স্বার্থেই মানুষ সংকীর্ণ নয়, আত্মসচেতন মনে অধিকার জেগে ওঠে । সভ্যতাগর্বী আধুনিকতার বোধ যত বেড়েছে,তত শ্রেষ্ঠত্ববোধে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে,ততই আত্মসচেতনতার উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতায় স্বার্থপর দৈত্যের আবির্ভাব দেখা দিয়েছে । এজন্য সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বায়নে ভুবনগ্রামের হাতছানির মধ্যেই আঞ্চলিকতাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । যে আধুনিক চেতনা যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে,সেই পরিসরেই ধর্মীয় আধিপত্যের বিস্তার আরও প্রকট মনে হয় । একদিকে মননের আলোর বিস্তার,অন্যদিকে অস্তিত্বের সোপানে অধিকার অর্জনে অন্ধত্বের প্রকট হাতছানি । বিশ্বময় সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার আধারে সম্প্রীতির বার্তার উগ্রতায় তার বৈষম্যবোধ আরও প্রকট হয়ে ওঠে । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বানের আড়ালে জাতিদাঙ্গা, ধর্মীয় সন্ত্রাস ও উগ্র দেশাত্মবোধ জেগে থাকে । সেখানে ভারতের মতো বৃহৎ দেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বৈরি মনোভাব যে দেশের প্রধান সমস্যা,সেকথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সেই সমস্যা দেশভাগেও শেষ হয়নি,স্বাধীন বাংলাদেশেও জেগে আছে। সেক্ষেত্রে পুজোর প্রাক্ পরিসরে সে দেশের তীব্র সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার ফলে যেভাবে সংখ্যালঘুমানুষের মধ্যে সহিংস আক্রমণ নেমে এসেছে,তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,বরং তা নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ তৈরি হয়েছে ।*

রবীন্দ্রনাথের মতে মুসলিমরা ধর্মে গোঁড়া,হিন্দুরা আচারে। সেখানে ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিমদের একাধিপত্য যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে,হিন্দুদের আচারসর্বস্বতায় তা না হওয়াই দস্তুর । উল্টে হিন্দুদের বর্ণবাদী সমাজে উপেক্ষা আর অবজ্ঞাও হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের আরও ধর্মবিদ্বেষী করে তোলে । শুধু তাই নয়,উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি আলোয় হিন্দুদের* জয়যাত্রা যতই অগ্রসর হয়েছে,পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের মানসিক দূরত্ব ততই বেড়ে চলেছে । প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার সৎসাহস সবসময় সক্রিয় হয় না। এজন্য তার কারণের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ না হলেও বিজয়ীর প্রতিই বিদ্বেষ জেগে ওঠে । নিজেদের অসফলতার জন্য সেক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈরী মনোভাবে মুসলিমদের বৈষম্যবোধ আরও তীব্র মনে হয় । শুধু তাই নয়, সময় যত এগিয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবোধ ততই আক্রমণাত্মক হয়েছে। সেখানে আধুনিক শিক্ষার আলো সামনের দিকে এগিয়ে না দিয়ে পেছনের দিকে অস্তিত্বের মূলে সক্রিয় করেছে। আর তার লক্ষ্যেই হিন্দুদের প্রতি শত্রু মনোভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে শিক্ষায় আত্মসচেতনতা যত বেড়েছে,ততই তার আক্রমণ যেমন বহুমুখী হয়েছে,তেমনই কূটকৌশলে তা তীব্রতা লাভ করেছে। সেদিক থেকে হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক আক্রমণ যে সুপরিকল্পিত, তা সহজেই অনুমেয় ।*

বিশ্বাস যখন টলে যায়,সন্দেহ তখন তীব্র হয়ে ওঠে । বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে যখন তার ধর্মীয় অস্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে, তখনই বাঙালির আত্মঘাতী সত্তা প্রকট হয়ে পড়ে । সেখানে অবশ্য রাজনীতির সংযোগও ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য দায়ী । ক্ষমতা,কর্তৃত্ব ও অধিকারের ত্রিবেণী সঙ্গমে ধর্ম ও রাজনীতি একেঅপরের পরিপূরক । সেখানে রাজনীতির ক্ষমতায়নে ধর্মকে হাতিয়ার বা ধর্ম প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির আশ্রয় সবই সচল। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিশ্বে রাজনীতি সচেতনতাতেও ধর্মীয় যোগ আরও নিবিড় । সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেয়ে তার বিচ্ছিন্ন একক উগ্র অস্তিত্ব অনেক বেশি প্রভাবশালী । সেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতিও হিন্দুমুসলমানের বিভেদকে আরও জিইয়ে রাখতে উৎসাহী। অন্যদিকে বাঙালিদের মধ্যে যে ধর্মীয় পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল,তা স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই একাধিকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেই প্রতীয়মান । সেখানে ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার বন্দোবস্ত হয়েছিল, তাও অসফল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের বিধর্মীদের ভয়ে বাঙালি হিন্দুদের স্বদেশের ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে আসার মধ্যে শুধু বাঁচার লক্ষ্যই ছিল না, নিজের ধর্ম রক্ষা করাও জরুরি হয়ে উঠেছিল । আবার স্বাধীনতার আরও চব্বিশ বছর পর বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি যখন একটি স্বাধীন দেশ পেল,সে দেশেও বাঙালি হিন্দুর ঠাঁই না মেলাটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সে দেশে হিন্দুদের ধর্মীয় অস্তিত্বই শুধু মৌলবাদীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাদের ফেলে যাওয়া ধনসম্পত্তি, জমিজমা,বাড়িঘর প্রভৃতি হাতানোও তার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও আছে কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করা । সেক্ষেত্রে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশভাগ আশীর্বাদ হয়ে ওঠে ।*

সে দেশে হিন্দুদের অবর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে চাকরি-ব্যবসা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দ্রুত প্রসার ঘটে। সদ্য প্রয়াত গোলাম মুরশিদ তাঁর ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ বই-এ জানিয়েছে ‘মোট কথা, দেশবিভাগের ফলে সত্যি সত্যি কেউ যদি লাভবান হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁরা হলেন বাঙালি মুসলমান । এক কথায় বললে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বেকায়দায় পড়লেন, বিশেষ করে বেকায়দায় পড়লেন পূর্ববাংলার* শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। আর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অবস্থা যেমন ছিলো,তেমনই থেকে গেলো । কিন্তু রাজনীতির কারণে মুসলমানরা নিজেদের দেখতে পেলেন একটা দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে ।’ অন্যদিকে একাত্তরে সেই ‘নিম্নবর্ণের হিন্দুদের’ অবস্থা যে ভয়ংকর হয়ে ওঠে,তা এদেশে শরণার্থীদের ভিড়েই প্রতীয়মান । অবশ্য সকলেই হিন্দুদের দেশত্যাগকে ভালো চোখে দেখেননি । আহমদ শরীফ থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস,হাসান আজিজুল হক প্রমুখ দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি,বাঙালি হিন্দুদের অবর্তমানে সে দেশের আত্মিক সংকটের কথা তাঁরা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন । আসলে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষে উৎখাত করার সদিচ্ছা সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেরও নেই । সেখানে সেই বিদ্বেষকে পুঁজি করে যাদের রাজনীতি থেকে ধর্মীয় অস্তিত্বের বিস্তার,তারাই তা কূট কৌশলে সংগঠিত করে । এতে বাঙালির ঐক্য বিনষ্ট হয়,ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছড়িয়ে পড়ে, মানবিকতা নিঃস্ব হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, সেখানে মুক্তমনা মানুষের প্রতিবাদও সন্দেহের মনে হয় । ধর্মীয় গোঁড়াদের ভয়ে সব ধর্মের মানুষই প্রতিবাদে সামিল হতে ভয় পায় । যারা করে,তাদের বক্তব্য হয় সন্দেহের চোখে দেখা হয়,নয় মূল্যহীন হয়ে পড়ে । সেখানে পূর্বে এদেশে সংখ্যালঘুদের হয়ে প্রতিবাদে সামিল না হওয়ায় বর্তমানে সে দেশের প্রতিবাদের অধিকার নেই বলে বিরোধী কণ্ঠ জোরালো হয়। বক্তব্য খণ্ডনের চেয়ে ব্যক্তিকেই খণ্ডিত করার প্রয়াসে প্রতিবাদও সোচ্চার হতে পারে না। পাল্টা তা নিয়ে মৌলবাদী মানসিকতায় হিন্দু বা মুসলিম বিদ্বেষ বেরিয়ে আসে, ছড়িয়ে পড়ে । সেখানেও বোধনে*বিসর্জন, ভাবা যায়!

একথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, ধর্মভেদে দেশভাগে স্বস্তি বয়ে আনেনি। দেশভাগ করতে গিয়ে মানুষভাগই বড় হয়ে উঠেছে । যেখানে মানুষে মানুষে বিভেদচেতনাই প্রধান্য লাভ করে,সেখানে মানবতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে,ধর্মান্ধতার বীভৎস রূপ দেখা দেয় । সেদিক থেকে সংখ্যালঘুর ওপরে সংখ্যাগুরুর নির্যাতনের তত্ত্বকে অতিসরলীকরণ মনে হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ধর্মীয় অত্যাচারই নয়,মানবিক অস্তিত্বকে অস্বীকারের প্রবণতা প্রবহমান । মানুষের অধিকারই যেখানে বিপন্ন,সেখানে ধর্মীয় ভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নির্যাতনের আধারে ছকবন্দি চেতনায় তাকে মূল্যায়ন করার মধ্যে মূল সংকটকেই আড়াল করার প্রবণতা সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে ওপার বাংলার হিন্দুদের বর্তমান অস্তিত্ব সংকটের আবহে শারদোৎসবের আনন্দ অচিরেই বিসর্জনের আতঙ্কে মিলিয়ে যায় । দুর্ভাগ্য, আমরা সব জেনেও না জানার ভান করি ।

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের যাবতীয় অপপ্রচার উড়িয়ে বাংলায় সফল দুর্গাপুজো ও শারদোৎসব

পরিবর্তনের বাংলায় এই বছর অনেকটাই বাড়ল পুজোর সংখ্যা। সরকারের দেওয়া তথ্য বলছে, এই বছর নতুন করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আরও ৮০০ পুজো কমিটিকে। যা রাজ্যের দুর্গাপুজোর ইতিহাসে এক রেকর্ড। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য তুলে বলেছেন, প্রথমে ৫৭,৪০০টি পুজোকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পরে নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর আরও ৮০০ ক্লাব আবেদন করেছিল। তাদেরও ফেরায়নি সরকার, দেওয়া হয়েছে অনুমোদন। সেই সঙ্গে সরকারের দেওয়া আর্থিক অনুদানও রয়েছে। এর ফলে এ বছর রাজ্যে সবমিলিয়ে ৫৮ হাজারেরও বেশি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ গত বছর তৃণমূল জমানায় প্রায় ৪৫ হাজার পুজো হয়েছিল, সেখানে এ বছর তালিকায় প্রায় ১৩ হাজার নতুন পুজো যোগ হয়েছে। এটাই পরিবর্তনের প্রমাণ দিচ্ছে। অথচ তৃণমূল জমানায় পুজো নিয়ে এমন প্রচার ছিল যেন তারাই বাংলায় দুর্গাপুজোর সর্বেসর্বা ছিল। ভাবখানা এমন ছিল যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই রাজ্যে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছিল। তিনি আছেন বলেই বাংলায় দুর্গাপুজো হচ্ছে। এমন ভাবে নাকি আগে কখনও বাংলায় শারদোৎসব পালিত হয়নি। এমনই ছিল তাদের প্রচারের ঢক্কানিনাদ। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি নিয়েও একই ভাবে কৃতিত্ব নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা। পরে যখন জানা গেল, ওই স্বীকৃতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই, তখন চুপসে গিয়েছিল তৃণমূলের ফোলানো বেলুন। এই অবস্থায় এবার দুর্গাপুজোকে সফল করাটা বর্তমান সরকারের কাছে ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখন আর বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে পূর্বতন সরকারকে ১০ গোল দিয়েছে। সেই সঙ্গে যাবতীয় আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে পুজো অনুদানও সফল হবে বন্টন করা হয়েছে। যাদের সামর্থ্য নেই সেই সব ছোটপুজোগুলিও এতে খুশি। পুজো অনুদানের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে অ্যাকাউন্ট করায় অনুদানকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিও কমেছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে দুর্গাপুজো একশো ভাগ সফল।

শব্দছক ২৯১

রবি দাস

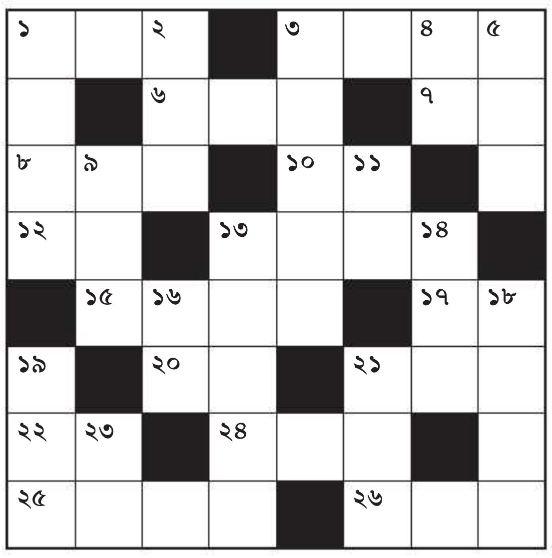

পাশাপাশি: ১. চামড়া দ্বারা নির্মিত ১৩. কৃষক ৬. শঙ্কর প্রজাতির ছোট ঘোড়া ৭. রাত্রি ৮. ভূষণ ১০. বিপদ ১২. করধ্বনি ১৩. সব খায় যে ১৫. মেতে থাকার উন্মত্ততা ১৭. লম্ফ ২০. বছরে বারোর এক ২১. অন্য ২২. সঙ্গীতে ছন্দিত আবর্তন ২৪. ঋতুরাজ ২৫. যা কিছু সমস্ত নিয়ে ২৬. ঔৎসুক্য

ওপর-নিচ: ১. চঞ্চলতা ২. ঘায়েল ৩. শিবদূর্গা ৪. পৃথিবী ৫. রত্ন-র কাব্যরূপ ৯. সৌন্দর্য ১১. কখনো ১৩. সমাসে আবদ্ধ ১৪. ময়ূরপুচ্ছ ১৬. তাম্র ১৮. যাবতীয় কাজকর্ম ১৯. বায়ু ২১. হৃদয় ২৩. রাম-তনয়

সমাধান ২৯০ — পাশাপাশি: ১. অশ্ব ২. মালকোষ ৪. কাঁচা ৬. সারাদিন ৮. কুকথা ১০. দহা ১১. কালিমা ১২. জাতীয় ১৪. দারা ১৬. খুনিরা ১৭. তরমীম ১৯. সঙ্গ ২০. বাজীকর ২১. অক্কা

ওপর-নিচ: ১. অবসাদ ২. মাচান ৩. কোলাকুলি ৪. কাঁদি ৫. ব্যথা ৭. রাহাজানি ৯. কমাদামী ১৩. তীরন্দাজী ১৫. রামধাক্কা ১৬. খুশি ১৭. তরস ১৮. রঙ্গ

আজকের দিন

■ **১৯৮৯** — উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় ৬.৯ থেকে ৭.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার ফলে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান।

■ **২০১৮** — কানাডা আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে বিনোদনের উদ্দেশ্যে গাঁজার ব্যবহার ও বিক্রয়কে বৈধতা দেয়।

জন্মদিন

১৯৩৫ বিশিষ্ট দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অনিল কুম্বলের জন্মদিন।

মিলখা সিং

পূর্ব রেলওয়ে

নং. : ইসি/কেপিএ/জিইএম/২০২৬বি/৮১৬১৫৪৬/২৬-২৭ তারিখ: ০৮.০৮.২০২৫। জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৬/বি/৮১৬১৫৪৬ ডেপুটি চিফ ইলেকট্রি, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) নোটিশের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে : **কাজের নাম এবং এর অবস্থান:** পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপের ডেপুটি সিইই(ডব্লিউ)/কেপিএ অর্গানাইজেশনের অধীনে ডেপুটি সিইই(ডব্লিউ)/কেপিএ ওআরজি-এর প্রশাসনিক বিল্ডিং সহ সমস্ত শপের (২৯, ২৯বি টিআর/লাইনস, ২৯সি, ২৯বি অ্যাপ-I, ২৯বি অ্যাপ-II, ১৫, ২৬ এবং ৩১) ০৩ বছরের জন্য টার্নকি ভিত্তিতে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ক্যারেজ কমপ্লেক্সে শপ ফ্লোর পরিষ্কার করা, আবর্জনা নিষ্কাশন, অফিস, টয়লেট, ওয়াটার বুথ, পিটসের মেকানাইজড/ম্যানুয়াল পরিষ্কারের কাজ। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ২,০৪,৬৬,৮১১.২০ (জএসটি সহ); **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য; **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে:** টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ১৪.১০.২০২৬ থেকে ০৩.১১.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে; **বায়না মূল্য জমা দিতে হবে:** ₹ ২,৫২,৩০০; **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ৩ বছর; **বিজ্ঞাপনের সময়কাল:** ১৪.১০.২০২৬ থেকে ০৩.১১.২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **অফার জমা দেওয়ার সময়কাল:** ১৪.১০.২০২৬ থেকে ০৩.১১.২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৩.১১.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়:** ০৪.১১.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত।

MISC-233/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

সংশোধনী

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হাওড়া ডিভিসনে **১২ (বারো)টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চলাচল** সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, এই স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিষেবা আরও ০১ (এক)টি অতিরিক্ত রাত্রে অর্থাৎ ২১/২২.১০.২০২৬ তারিখের (বুধবার/বৃহস্পতিবার) মধ্যবর্তী রাত্রের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, এই ১২ (বারো)টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন পূর্ব ঘোষিত ০৪(চার) দিন/রাত্রের পরিবর্তে এখন ১৭/১৮.১০.২০২৬ তারিখ থেকে ২১/২২.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫(পাঁচ) দিন/রাত্রে চলবে। ● **১২(বারো)টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন, যেগুলি ০৫ দিন চলবে তার বিবরণ :** (১) ০৩০৭১/০৩০৭২ হাওড়া-বর্দ্ধমান-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (ভায়া ব্যান্ডেল), (২) ০৩০৭৩/০৩০৭৪ হাওড়া-ব্যান্ডেল-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন, (৩) ০৩০৭৫/০৩০৭৬ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন, (৪) ০৩০৭৮/০৩০৭৭ ব্যান্ডেল-নৈহাটি-ব্যান্ডেল ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন, (৫) ০৩০৭৯/০৩০৮০ হাওড়া-বর্দ্ধমান-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (ভায়া ডানকুনি), (৬) ০৩০৮১/০৩০৮২ হাওড়া-চন্দনপুর-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি এবং সাবার্বান ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যবস্থাদি যা মূল বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়েছে সেগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender Notice
Belati Gram Panchayat
Vill-Goltikuri, P.O-Metekona, Illambazar Development Block Dist. Birbhum, Pin-731214 (WB), Email-Id: **bilatigp@gmail.com**
e-NIT No.-01/BGP/2026-27 Date 14-10-2026
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Belati Gram panchayet Office.
Sd/- Excutive Assistant
Belati Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
TAHERPUR NOTIFIED AREA AUTHORITY
E-Tender Notice
Online tenders are invited by the Chairman, Taherpur Notified Area Authority P.O.- Taherpur, Dist.- Nadia for Repairing of different Bituminous Roads from experienced Agencies. Tender referance **No.-WBMAD/ULB/TNAA/NIT-4e/2026-27** vide Memo no. **377/2026-27/ TNAA, Dated 14.10.2026.** Bid submission will be started on **14/10/2026 at 18:00 HRS** and will be ended on **02/11/20 26 at 12:00 HRS.**
For more details information please go to e-tendering portal **www.wbtenders.gov.in.** Corrigendum/ Addendum will be published in said website only.
Sd/-Chairman,
Taherpur N. A. A.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The MSVP, R. G. Kar Medical College & Hospital invites sealed bids from eligible bidders for RE E-Tender (2nd Call) for Repairing of Furniture (iron/ wooden/ steel) for Different Departments of R G Kar MCH. (On the basis of exigency). Vide Memo No: RGKH/3877, Dt: 13.10.2026, eNIT: RGKH/MSVP/ OHC/ 13/2026-27, Dt: 13.10.2026. The Last date of online bid submission is 02.11.2026 till 6.00 PM. For further details please login www.wbhealth.gov.in or www.tenders.wb.gov.in
ICA- T19200(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
e- Tender Notice for Selection of Private Partners for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) at different Government Hospitals in Basirhat Health District under Public Private Partnerships (PPP)Mode, vide NIT No-18/2026, dt-14/10/2026(Last date-04/11/26) For details visit: www.wbhealth.gov.in, and www.basirhathealthdistrict.in
Sd/-CMOH, Basirhat HD.
ICA- T19201(2)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
1) CMOH /How/Estt./3640. dated 14/10/2026. E-Tender is hereby invited for Proposal for Selection of Private Partners for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) at 22 (Twenty two) Government Hospitals (DH/SGH/RH/BPHC) Howrah, in West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) Mode. (Last date of application:- 22/10/2026)Tender Starting date:- 18/11/2026. Visit at http://tender.wb.gov.in/nicgep/app & http://www.wbhealth.gov.in www.healthyhowrah.org.in Sd/- Chief Medical Officer of Health Howrah.
ICA- T19205(3)/2026

WBPDCL
PRIMARY MPLS CONNECTIVITY SERVICES AT SGTPP DC-DR, MINES AND RAILWAY SIDINGS OF WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CEC-6283, Dtd: 14/10/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2314/26-27/1498890/S-1271 IT Dtd. 09/10/2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"Primary MPLS Connectivity Services at Sgtpp DC-DR, Mines and railway sidings of WBPDCL"**. **Tender Document Download Start Date:** 09-Oct-2026, 12:00 PM, **Bid Submission End Date:** 17-Nov-2026, 12:00 PM. **Contact Person:** Smt. Seema Das, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9073900803. **E-mail:** s.das03@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T19190(3)/2026

WBPDCL
PROCUREMENT OF LIQUID CHLORINE FILLED IN TONER ALONG WITH CHLORINE TONER TESTING & MAINTENANCE WORK FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS UNDER THE OPERATION DEPARTMENT, KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CEC-6260, Dtd: 14/10/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4110/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of Liquid Chlorine filled in Toner along with Chlorine Toner Testing & Maintenance Work for a Period of Two (2) Years under the Operation Department, KTPS".** **Tender Document Download Start Date:** 15.10.2026 at 14.00 Hrs, **Bid Submission End Date:** 02.11.2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty, DGM & HOD, Purchase, KTPS. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T19178(2)/2026

SBI
এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০, কলকাতা, ইমেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীন নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর প্রাপ্ত লোন সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং লোনগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাঁর সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা বিলি না হয়ে ফিরে এসেছে এবং সেই কারণে এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা, ব্রাঞ্চের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং সহ ঋণগ্রহীতার নাম	টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী আবির দাস,** পিতা- শ্রী অরুণ দাস ঠিকানা: গ্রাম পূর্বসোনাটিকারি, পোঃ- চাঁদপাড়া, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৪৫। **ব্রাঞ্চ:** **এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** **অ্যাকাউন্ট নং** **41873268051 (এইচবিএল),** **এবং** **41873268618 (সুরক্ষা)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **৩.০৬৬ ডেসিমেল** কমবেশি আয়তনের জমি ও ভবন, যা মৌজা পূর্বসোনাটিকারি, জে.এল. নং ৫৬, আর.এস. দাগ নং ৬৮৪, এল.আর. দাগ নং ৮৯৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০৪, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। **যার ডিড নং ১৫১৪০৮৪৮১,** বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫১৪-২০২২, **২০২২ সালের পৃষ্ঠা নং ১৪১৯৪৫ থেকে ১৪১৯৫৬,** এ.ডি.এস.আর.ও. চাঁদপাড়া। **সম্পত্তিটি শ্রী আবির দাস, পিতা- শ্রী অরুণ দাসের নামে রয়েছে।** **জমিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে:** শিলা রানী দের জমি দ্বারা। **দক্ষিণে:** বাপ্পা ঘোষের জমি দ্বারা, **পূর্বে:** ৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে: সুব্রত দাসের জমি দ্বারা।	**ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশের তারিখ ০৬.১০.২০২৬** **এনপিএ-এর তারিখ ২৭.০৯.২০২৬**	**২৬,৩৭,৭৪৮.০০ টাকা (এইচবিএল)** + **৬৭,৫৬৪.০০ টাকা (সুরক্ষা),** **০৩.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া **২৭,০৫,৩১২.০০ টাকা** (সাতাশ লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো বারো টাকা মাত্র)। উপরোক্ত পরিমাণের উপর **০৪.১০.২০২৬** তারিখ থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, যা না করলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৬
স্থান: ব্যারাকপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শ্রীরামপুর সবুজ সংঘ প্রতিমা।

আসানসোলের ইসমাইল আমরা সবাই ক্লাবের প্রতিমা।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের এবারের পূজা মণ্ডপের থিম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির মডেল।

বড়জোড়া সর্বজনীন।

আসানসোলের কোর্ট রোড পুজো কমিটির মণ্ডপ।

পর্যটন শিল্পের প্রসারে নতুন দিশা দেখাবে 'ডিসকভার দার্জিলিং' অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শুক্রবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের হাত ধরে উদ্বোধন হলো 'ডিসকভার দার্জিলিং' পর্যটন অ্যাপের। দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য এবং আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও সহজে পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে পর্যটকেরা বিভিন্ন পর্যটন সার্কিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন এবং নিজেদের পছন্দমতো ভ্রমণ পরিকল্পনা আরও সহজে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত, সহজলভ্য ও পর্যটকবান্ধব করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। আশা করা যায়, এই অ্যাপ দার্জিলিংয়ের পর্যটন শিল্পের প্রসারে নতুন দিশা দেখাবে এবং পর্যটকদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

আদিবাসী দুঃস্থদের নিয়ে শারদ বরণ উৎসব বাঁকুড়ায় শময়িতা মঠের

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: শুক্রবার মহাষষ্ঠীর পূণ্যলগ্নে গঙ্গাজলঘাটির অমরকানন শময়িতা মঠ এলাকার আদিবাসী ও দুস্থ মানুষদের নিয়ে শারদ বরণ উৎসবের আয়োজন করে। এদিন সকালে মঠের আম্রকুঞ্জ ছায়ায় প্রায় আড়াই হাজার দুঃস্থ পরিবারের মহিলা পুরুষ ও শিশু কিশোরদের নিয়ে শারদোৎসবে মেতে উঠলেন। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ, গঙ্গজলঘাটি থানার পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা-সহ এলাকার বহু গুণী মানুষ। শময়িতা মঠ নির্দিষ্ট কোনও মূর্তি পূজা বা বিশেষ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবসেবা ও আত্মাকে জাগ্রত করাই এর মূল দর্শন। শময়িতা মঠের সম্পাদক ঋষি ঋদ্ধা অনাহতা বলেন, 'পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও স্বাবলম্বী করার ব্রত নিয়ে ১৯৯৬ সালে মঠের প্রভুজি পথ চলা শুরু করেন। তিনি বলেন, শারদোৎসব বাঙালি জীবনে যে আনন্দঘন পরিবেশে নতুন করে পথচলার দিশা দেখায় তাতে সকলের অংশগ্রহণ থাকলেও দুস্থ পরিবারগুলি কেমন ম্লান মুখে থাকেন। এই উৎসব তাদের যেন উৎসাহে ভাটা না পড়ে সেকারনে প্রতি বছর শময়িতা মঠ কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। এবছর এলাকার ২০০০ হাজারের বেশি মানুষকে নতুন বস্ত্র ও শিশু কিশোরদের জামা প্যান্ট দিয়ে পুজো দেখার সহযোগিতা করা হলো। বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ বলেন, 'কৈশোর বয়স থেকে দেখছি শময়িতা মঠের কর্মকাণ্ড। তাঁরা মানব সেবায় যেভাবে নিমজ্জিত হয়ে আছেন তা নজিরবিহীন। আজ গোটা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বিদেশেও তাদের শাখা রয়েছে। সারাবছরই বিভিন্ন দেশের মানুষ শময়িতা মঠের টানে এখানে ছুটে আসেন।' তিনি বলেন, 'বিধায়ক বলেই নয় তিনি রাজনীতিতে আসার অনেক আগে থেকেই মঠের সঙ্গে পরিচিত।'

চোখের জলে ভাসছে নেপাল!

প্রান্তিক ক্লাবের পুজোয় মানবিক যন্ত্রণার ছবি

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রতি বছরই থাকে নানা চমক। কখনও অভিনব শিল্পকলা, কখনও সামাজিক বার্তা, আবার কখনও উঠে আসে দেশ-বিদেশের নানা ঘটনা। এবার দুর্গাপুরের প্রান্তিক ক্লাবের ১৭তম বর্ষের দুর্গাপুজোর থিম 'চোখের জলে ভাসছে নেপাল'। এই থিমের মাধ্যমে নেপালের যন্ত্রণা ও আবেগের ছবি তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। প্রায় এক মাস ধরে নিরলস পরিশ্রমে তৈরি করা হয়েছে এই পুজো মণ্ডপ। বিশেষত্ব হল, মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে নানা বাস্তব সামগ্রী। আসল গাড়ি, বাসনপত্র, শোকেস, সিলিন্ডার এবং জলের মতো উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মণ্ডপ। অভিনব এই নির্মাণশৈলীর মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে একটি ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা তুলে ধরতে চাইছেন উদ্যোক্তারা।

মণ্ডপের পাশাপাশি প্রতিমাতেও রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিমায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাতৃরূপ, যা পুজোর আবহে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। প্রান্তিক ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। সীমিত বাজেটের মধ্যেই অভিনব ভাবনা ও ব্যতিক্রমী উপকরণের সমন্বয়ে মণ্ডপ গড়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশা, 'চোখের জলে ভাসছে নেপাল' থিম দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে এবং পুজো দেখতে আসা মানুষের মনে বিশেষ ছাপ ফেলবে।

দুর্গাপুর পুলিশ লাইন আবাসন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল দুর্গাপুর পুলিশ লাইন আবাসন সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপুজো। পুজোকে ঘিরে উৎসবের আবহে মেতে উঠলেন পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে আবাসনের বাসিন্দারা। দুর্গাপুর থানায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ। এছাড়াও সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও পুজো কমিটির সদস্যরা। শুধু পুজো ও উৎসব উদযাপনই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তাও তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে দুস্থ মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

জলের অভাবে শুখা চাষের জমি

গোবিন্দভোগ ধান বাঁচাতে হাহাকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: মাঠজুড়ে হাজার হাজার একর জমিতে চাষ হয়েছে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ ধান। কিন্তু ধানগাছে ফুল আসার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জলের অভাবে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৃষকরা। কুলচৌরা-সহ একাধিক গ্রামের চাষের জমি শুকিয়ে চৌচির হয়ে গিয়েছে। আকাশে মেঘের দেখা মিললেও বৃষ্টির দেখা নেই। অন্যদিকে, ডিভিসির ক্যানেল থাকলেও বর্তমানে জলপ্রবাহ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের কথায়, এই মুহূর্তে গোবিন্দভোগ ধানের ফুল আসার সময়। ধানের ফলন ভালো হওয়ার জন্য এই পর্যায়ে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন। কিন্তু দীর্ঘদিন বৃষ্টির অভাব এবং ক্যানেলে জল না থাকায় জমিতে সেচ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে সময়মতো জল না পেলে ধানের ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এলাকার কৃষকদের অভিযোগ, সেচের জন্য ডিভিসির ক্যানেল থাকলেও তাতে জলপ্রবাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে বিকল্প উপায়ে জমিতে জল দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। হাজার হাজার একর জমিতে চাষ করা গোবিন্দভোগ ধান কীভাবে বাঁচানো যাবে, তা নিয়েই এখন চিন্তায় দিন কাটছে কৃষকদের। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে ডিভিসির ক্যানেলে জল ছাড়ার আবেদন জানিয়েছেন কুলচৌরা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকরা। তাঁদের দাবি, ধানের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দ্রুত সেচের জল সরবরাহ করা না হলে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে গোবিন্দভোগ ধানের চাষ। এখন কৃষকদের একটাই প্রশ্ন, সময়মতো ক্যানেলে জল মিলবে কি? নাকি জলের অভাবে মাঠেই নষ্ট হবে তাঁদের সারা বছরের পরিশ্রম? দ্রুত সেচের জলের ব্যবস্থা করার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন খণ্ডঘোষের অসংখ্য কৃষক।

বাঁকুড়ার থিমের পূজা নিয়ে কৌতুহল তুঙ্গে, ষষ্ঠীতেই জনপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় প্রাচীন রাজবাড়ি ও জমিদার বাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজাগুলির থিম বা ভাবনা ভিত্তিক পূজাগুলির উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাঁকুড়া শহরের উল্লেখ যোগ্য থিমপূজাগুলি মধ্যে রয়েছে নতুনচটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। তারা ৫৬ তম বছরে অভিনব ভাবনায় এবার দেবীর আরাধনা করছেন। এবার তাদের পূজার থিম 'আর্তনাদ'। প্রকৃতিকে বাঁচানোর আর্তনাদ। প্লাস্টিকের বোতল, বালতি, কৌটা, ঝুঁড়ি, তার, থার্মোকল,ডিম ও ফলের ক্রেট, গাড়ির টায়ার,প্লাস্টিকের স্ট্র ইত্যাদি দৈনন্দিন ফেলে দেওয়া দূষণ সৃষ্টিকারি সামগ্রী দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। একদিকে, ছড়িয়ে আছে নোংরা আবর্জনা। অন্যদিকে, ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বোতল, থার্মোকল ইত্যাদির নীচে চাপা পড়েছে পশুপাখি ও গাছপালা। প্যান্ডেলে রয়েছে বরফে ঢাকা পাহাড়ও। উদ্যোক্তাদের মতে কি ভাবে দূষণ কমিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা যায় সেবিষয়ে মানুষকে সচেতন করতেই তাদের এই উদ্যোগ। নতুনচটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এক সদস্যের বক্তব্য, পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পেছনে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। এই প্লাস্টিকের ব্যবহার সকলকে বন্ধ করতে হবে। মানুষের ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে কিভাবে চারিদিকে দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে সেটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন

তারা। এ বছর তাদের পুজোয় খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। মণ্ডপের এই ভাবনা থেকে সাধারণ মানুষেরও মানসিক বদল হবে বলেই আশা করছেন তারা। বাঁকুড়া শহরের ইন্দারাগোড়া হরেশ্বর মেলা সর্বজনীনের এবারের থিম 'থ্রি-ডি প্রজেকশন সাজে'। এই পূজা কমিটির এক সদস্যের জানান বাঁকুড়া জেলায় প্রথম তারাই দুর্গাপূজায় থ্রি-ডি প্রজেকশন লেজার লাইট শো যুক্ত করলেন। আলোর কৌশলে সবকিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই আলোর কৌশল দেখতে উপচে পড়া ভীড় পঞ্চমীর বিকেল থেকেই দেখা যায়। দশেরবাঁধ সর্বজনীনের এবারের পূজা মণ্ডপের থিম পুরাতন ও নতুনের মেলবন্ধন। 'পুরানো দিনকাল' তারা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন। পুরানো দিনের ডায়াল করা ফোন থেকে ধাপে ধাপে স্মার্ট হওয়া, চিঠিপত্র আদান-প্রদানে পায়রা, রানার, সাইকেল, ডাক বক্স ও পরিষেবা ও টেলিগ্রাম থেকে শুরু করে ইমেল, ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার তুলে ধরা হয়েছে। রেডিও, পুরানো দিনের কলেরগান ও টেলিভিশন তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে নানা বিষয়ে 'পুরানো দিনকাল' তারা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লালবাজার সার্বজনীনের এবারের থিম 'ওঁ'। এবার তাদের থিম পূজা ৫৭বছরে পা দিল। বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদি তারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এই পূজা কমিটির এক সদস্য জানান যে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি ও চালিকাশক্তিই হল ওঁ। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া দিয়ে পুরো বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর শহরেও থিমের পূজাগুলি আলোড়ন তৈরি করেছে। এই শহরের দলমাদল সার্বজনীনের এবারের ভাবনা কোলাজ শিল্প। তারা ৫০ কেজি কাগজে মন্ডপ, দেবীর অস্ত্র সবকিছুই বানিয়েছে। এই সংস্থার এক জানান, প্রাচীন কোলাজ শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ৫০ কেজিরও বেশী কাগজের কোলাজ তৈরি করে বিষ্ণুপুরকে তুলে ধরা হয়েছে। এই কোলাজের কাগজ সংগ্রহ করতেই তাদের দীর্ঘ দিন লেগেছে। এই সদস্য জানান যে গত ২০২১ সালে বাঁকুড়ার গামছা ও পটশিল্প, ২০২৪শে শুভ্র শঙ্খরবে থিমে শঙ্খ শিল্প এবং ২০২৫শে কাঁসার বাসন শিল্প তারা তুলে ধরে ছিলেন। বিষ্ণুপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ড সর্বজনিনের এবারের থিম পুরানো দিনের ডাকব্যবস্থা। আঁইসবাজার সর্বজনীনের থিম বিশ্ব রূপেন সংস্থিতা। অন্যদিকে বড়জোড়া সর্বজনীনের থিম গুজরাটের সোমমন্দির। বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন শুনুকপাহাড়িতে 'পরিশ্রমে স্বপ্নপূরণ', পুয়াবাগানে 'শ্রীকৃষ্ণের মথুরানগরী' ভাবনায় মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে।

হাবড়ার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সমবায় উপনিবেশ লিমিটেড ক্লাবের মণ্ডপে এবার মহাভারতের কুরুক্ষেত্র।

উত্তরপাড়ার রাজমোহন রোডের চ্যাটার্জি পরিবারের পুজো।

চিত্তরঞ্জন ৬-এর পল্লি।

জঙ্গলমহলের রাজপুর বাজার সর্বজনীনের কথাকলি।

আমতার জ্যোৎকল্যাণ বিপ্লবী সংঘের প্রতিমা। ছবি মনোজ চক্রবর্তী।

সিউড়ি কলেজপাড়া সর্বজনীন দুর্গা প্রতিমা।

হুগলির উত্তরপাড়ার কাঁঠালবাগান বাজার আবাহনের প্রতিমা মা দুর্গার মাথায় ঘোমটা।

বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর থেকে কাশ্মীর

যোগাভ্যাস থেকে মুখোশ, বৈচিত্র্যময় মণ্ডপসজ্জায় মাতল বীরভূম জেলা

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: শুরু হয়ে গেল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। পরিবর্তনই জগতের নিয়ম, আর পরিবর্তনের হাত ধরেই আসে নতুন ভাবনা ও উন্নয়নের দিশা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তনের পাশাপাশি এবছর রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এসেছে পরিবর্তন। সেই আবহে এবারের দুর্গাপুজোয় উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি সনাতনী ভাবধারা, ধর্মীয় ভক্তি, দেশাত্মবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন বিশেষভাবে নজর কাড়ছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজনে পিছিয়ে নেই বীরভূমও। জেলায় বেড়েছে পুজোর সংখ্যা। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিও নিজেদের ভাবনা ও পরিকল্পনায় সাজিয়ে তুলেছে মণ্ডপ।

মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় বীরভূমের একাধিক পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়ের পাশাপাশি দেশাত্মবোধক ভাবনা ও সামাজিক বার্তাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির বীরভূম জেলা কার্যালয়ের সামনে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সেবা সমিতির পরিচালনায় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা, বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, জেলা পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বুন্দেশ, শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সেবা সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বিজেপির জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী অনিমেষ মুখোপাধ্যায়, শিবাজী মণ্ডল, শ্যামসুন্দর গড়াই, দীপক দাস, উত্তম রজক-সহ বিজেপি ও আরএসএসের নেতৃবৃন্দ। এদিন অনুষ্ঠানে দুস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। পুজোর আনন্দকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত করার এই উদ্যোগও অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এবছর দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। বড়বাগান প্রান্তিক সংঘের উদ্যোগে মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় ১৫০ কণ্ঠে বন্দেমাতরম সংগীত পরিবেশন করা হয়। দেশাত্মবোধক সংগীতের এই আয়োজন দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সিউড়ি একের পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপেও বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অবদানকে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিউড়ির বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে এবছর দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের সৃজনশীল ভাবনা। সিউড়ির ভট্টাচার্য পাড়ার ছয়ের পল্লি সর্বজনীনের মণ্ডপে সর্বজনীন মাতৃমূর্তির ভাবনা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সিউড়ির ভট্টাচার্যপাড়ার পুজো, যোগাভ্যাস ও সুস্থ জীবনযাপনের ভাবনা স্থান পেয়েছে। স্বচ্ছতা, সুস্থতা এবং যোগাভ্যাসের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টাও এবারের পুজোর অন্যতম দিক। কাশ্মীর থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সিউড়ির মল্লিকগুনা পাড়ার সর্পধারিণী ক্লাব এবছর তাদের মণ্ডপের ভাবনায় তুলে ধরেছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের পরিচিতিকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে তাদের পুজোর পরিকল্পনা। অন্যদিকে, হাটজন বাজারে সার্বজনীন যুব সংস্থার এবছরের থিম 'গেট অফ লোটাস'। চাঁদনিপাড়ার স্বাধীন ভারত ক্লাব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে তাদের মণ্ডপের ভাবনা সাজিয়েছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের মতো বিষয়কে দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত করার এই উদ্যোগ দর্শনার্থীদের সামনে নতুন বার্তা তুলে ধরছে। সিউড়ি সেচ কলোনি পুজোর এ বছরের থিম হাটে বাজারে। সাঁইথিয়ার অরুণোদয় ক্লাব এবছর মণ্ডপসজ্জায় বেছে নিয়েছে মুখোশের ভাবনা। লোকসংস্কৃতি ও শিল্পভাবনার মেলবন্ধনে এই থিম দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের। বীরভূমের গণপুর মাঠ মহুলায় এবছর প্রথমবারের জন্য সর্বজনীন দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছে। নতুন এই পুজোকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এলাকার মানুষের অংশগ্রহণে নতুন করে গড়ে ওঠা এই পুজো স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে এবছর বীরভূমের দুর্গাপুজোয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশাত্মবোধ, সামাজিক সচেতনতা, লোকসংস্কৃতি ও শিল্পভাবনার বৈচিত্র্য চোখে পড়ছে। কোথাও বন্দেমাতরমের সুর, কোথাও কাশ্মীরের সৌন্দর্য, কোথাও আবার ভাষা ও লোকশিল্পের অনন্য উপস্থাপনা, সব মিলিয়ে বীরভূমের দুর্গোৎসব হয়ে উঠেছে ভক্তি ও সংস্কৃতির এক বর্ণময় মিলনক্ষেত্র।

কুলদেবী সর্বমঙ্গলার স্বপ্নাদেশেই সূচনা শেওড়াফুলি রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর

বনস্পতি দে

শেওড়াফুলি: হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শেওড়াফুলি রাজবাড়ি সার্বভৌম রাজপরিবার। গঙ্গার কোলঘেঁষা প্রাচীন জনপদ হুগলিতে যখন আগমনীর সুর বাজে, মানুষের মন টানে শতবর্ষের সাবেকি ঐতিহ্য। প্রায় ৩৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র রীতিনীতি মেনে। ৩৫০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস বলে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মনোহর রায়ের আমলে এই শেওড়াফুলি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে রাজপরিবারের প্রভাব ছিল সুবিশাল। কথিত আছে, রাজপরিবারের কুলদেবী সর্বমঙ্গলার স্বপ্নাদেশ ও আশীর্বাদেই এই দুর্গোৎসবের সূচনা হয়। জমিদারির সেই স্বর্ণযুগ আজ অতীত হলেও প্রাচীন ওই ঠাকুরদালানের বিশাল খিলান ও দেউড়ি আজও অতীতের রাজকীয় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শেওড়াফুলি রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে এমন কিছু স্বতন্ত্র নিয়ম পালন করা হয়, যা বাংলা তথা হুগলির অন্যান্য রাজবাড়ির পুজো থেকেও ভিন্ন। বিশেষ দেবী প্রতিমা ও ডাকের সাজ। এখানকার দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণ সাবেকি একচালা। দেবীর রূপ ও কাঠামো বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট মৃৎশিল্পীদের হাতেই তৈরি হয়। দেবীর চালচিত্রে পৌরাণিক চিত্রকলার সুক্ষ্ম কাজ এবং ধোলাই করা শুভ্র ডাকের সাজের মেলবন্ধন প্রতিমার আভিজাত্য বাড়িয়ে তোলে। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী পুজোর দিনগুলোতে দেবীকে সম্পূর্ণ নিরামিষ অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। বহু প্রাচীন কাঁসার বাসনে ঘি-ভাত, নানা রকমের ভাজা, তরকারি, ছানার তৈরি পদ এবং ঐতিহ্যবাহী পায়েস ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে মাকে ভোগ দেওয়ার রীতি চলে আসছে। অষ্টমীর সন্ধিপূজা ও নবমীর রাতে রাজবাড়ির চত্বরে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট ঢাকিদের বিশেষ বাদ্যধ্বনি ও কাঁসর-ঘণ্টার বোলে এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি হয়। ধুনুচি আরতির মধ্য দিয়ে রাজপরিবারের ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। গঙ্গার অতি নিকটে হওয়ায় মহাসপ্তমীর সকালে বাজনা ও সানাইয়ের সুরে রাজবাড়ির পুরুষ সদস্যরা শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাতীরে যান। সেখানে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে নবপত্রিকা (কলাবউ) স্নান করিয়ে ঠাকুরদালানে নিয়ে আসা হয়। আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র সময়ের নিয়মে রাজপরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করলেও, পূজার কটা দিন সবাই শিকড়ের টানে এই শেওড়াফুলির রাজবাড়িতে ফিরে আসেন। প্রাচীন অট্টালিকার জৌলুস কিছুটা কমলেও ভক্তির উষ্ণতা ও আন্তরিকতা আজও অমলিন। কেবল স্থানীয় মানুষজনই নন, হুগলি ও দূরদূরান্ত থেকে ইতিহাসপ্রেমী পুণ্যার্থীরা এই প্রাচীন রাজবাড়ির পুজো দেখতে ভিড় জমান।

স্বপ্নাদেশ ও ঐতিহ্য মেনে কোনার পরিবারে দুর্গার আরাধনা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: শুদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যৎবাণীর পর মা দুর্গা পূজিত হন আরামবাগের কোনার পরিবারে। বাঙালির দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই মতো পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে হুগলির আরামবাগের বনেদি কোনার পরিবারে। মা দুর্গার আরাধনার কাজ চলছে জোর কদমে। এই পুজোর শুভ সূচনা হয় সরোজ কোনার ও সজল কোনারের হাত ধরে। আরামবাগের পারুলের কোনার পরিবারে রীতি মেনে কুলো পুরোহিত নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মাটি উত্তোলন করেন। তারপরই মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি কাজের সূচনা হয়। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ ও পাড়া-প্রতিবেশীরা এই পুজোয় সামিল হন। এই পরিবারের পুজোর বয়স নবীন হলেও, কথিত আছে দুর্গা পুজোর ইতিহাস মহকুমা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নাম শোনা যায়। জানা গেছে, এই বংশের ধীরেন কোনার পরে নিঃসঙ্গানন্দজী রূপে ভূষিত হন। তিনি ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন, 'কোনও একদিন মা দুর্গা স্বয়ং এই বংশের কোনও এক সন্তানকে স্বপ্নাদেশ দেন কোনার বংশে পুজিত হওয়ার জন্য।' তাঁর সেই ভবিষ্যৎবানী বর্তমান প্রজন্মের এক সুযোগ্য সন্তানকে সেই বার্তা দেন। মায়ের নির্দেশ পাওয়ার পর সরোজ কোনারের পুত্র মাধব কোনার বাবাকে পুরো বিষয়টি বলেন, 'মা দুর্গা তাঁদের পরিবারে আসবেন। তাঁকে নিষ্ঠা ভরে পুজো করতে হবে। তারপর থেকে সরোজ ও সজল কোনাররা মা দুর্গার আরাধনা শুরু করেন ভক্তি ভরে। এই বিষয়ে কুলো পুরোহিত গৌতম চক্রবর্তী বলেন, 'মায়ের কৃপা বর্ষিত হোক কোনার পরিবারে। এই বংশের পুরুষ নিঃসঙ্গানন্দজীর শুদ্ধ ভবিষ্যৎবানী বাস্তবায়িত হয়েছে। কুলো পুরোহিত হিসাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা কোনার পরিবার ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের মঙ্গল হোক।' জানা গেছে, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দজী মহারাজ ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি ওই বংশের সন্তান হলেও সংসার ছেড়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় যোগদান করেন। মা দুর্গার সাধন করেন। এই সাধক পুরুষের ভবিষ্যৎ বাণীতে আরামবাগের কোনার পরিবারে দুর্গাপুজো শুরু হয় এবং এখনও তা হয়ে চলেছে।

পানাগড় রেলপাড় অগ্রগামী ক্লাবের ৫৯তম দুর্গাপুজোর বর্ণাঢ্য সূচনা

সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: ষষ্ঠীর মহাপুণ্যতিথিতে মহাসমারোহে শুভ উদ্বোধন হলো পানাগড় রেলপাড় অগ্রগামী ক্লাবের দুর্গাপুজোর। ফিতে কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি সন্দীপ দাস-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বর্ষীয়ান নাগরিকেরা। উদ্বোধনী পর্বের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির গড়ে তোলে পুজো কমিটি। মহাষষ্ঠীর এই বিশেষ দিনে ক্লাবের পক্ষ থেকে এলাকার শতাধিক দুঃস্থ মহিলার হাতে পুজোর নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উৎসবের সূচনা করে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'ক্লাবের চমৎকার ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক পরিবেশ এক কথায় অসাধারণ। পুজোয় আপনারা সবাই আনন্দে মেতে উঠুন, তবে উৎসবের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ নজর দিন এবং প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন।' চলতি বছরে অগ্রগামী ক্লাবের পুজো ৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দর্শনার্থীদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। ক্লাবের সদস্য প্রকাশ রায় জানান, 'এবারের মণ্ডপটি গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রাচীন মন্দিরের আদলে। যেহেতু মণ্ডপটি রাস্তার খুব কাছেই অবস্থিত, তাই যানজট এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাও সন্ধ্যা থেকে রাস্তায় সক্রিয় থাকবেন।' দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মণ্ডপ প্রাঙ্গণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পুজোর চার দিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, ঐতিহ্য ও সামাজিক অঙ্গীকারের সমন্বয়ে কাঁকসা এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে পানাগড় রেলপাড় অগ্রগামী ক্লাবের পুজো ঘিরে দর্শনার্থীদের উৎসাহ এখন চরমে।

সিউড়ি বড় বাগান একের পল্লি ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমা।

পঞ্জাবে মাদক ও সংগঠিত অপরাধে সরকারের জবাব চাইলেন শাহ

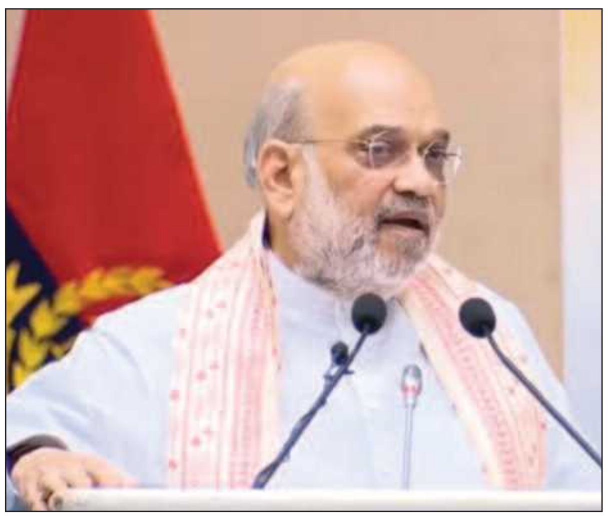

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: পঞ্জাবে মাদক কারবার, গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য এবং সংগঠিত অপরাধের ক্রমবর্ধমান বিপদ নিয়ে শুক্রবার ভগবন্ত মান সরকারকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে অমিত শাহ বলেন, পঞ্জাব বর্তমানে মাদক, গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য এবং সংগঠিত অপরাধের ক্রমবর্ধমান বিপদের মুখে পড়েছে। মান সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, পঞ্জাবের মানুষের নিরাপত্তা দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কে পালন করবে? দিরবায় এক বাবার চাপের মুখে বিষ খাওয়ার ঘটনা এবং মানসায় মাদকের বিরুদ্ধে সরব হওয়া পরবিন্দর সিং ঝোটার প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনাগুলি পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর দাবি, পরবিন্দরের বাবা আম আদমি পার্টি (এএপি) সরকার এবং দলের এক বিধায়কের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। এই দুই ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও পঞ্জাব সরকারের কাছে জবাব চাইবে বলে জানান তিনি।

অমিত শাহ বলেন, রাজ্যে মাদক কারবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, সংগঠিত অপরাধের বিপদ বাড়ছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরব হওয়া ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে নিশানা করে তিনি বলেন, পঞ্জাবের মানুষ প্রচার নয়, জবাব চান, শুধু ঘোষণা নয়, ফলাফল চান। মাদক কারবারের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং অপরাধীরা কোনও রাজনৈতিক মদত পাচ্ছে কি না, তা নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করার দাবি জানান তিনি।

পঞ্জাবে বিজেপি সরকার গঠিত হলে রাজ্যকে মাদকমুক্ত, গ্যাংস্টারমুক্ত ও নিরাপদ করে তোলার সংকল্পও পুনর্ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের দলের লক্ষ্য। এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে, যেখানে কোনও নাগরিককে ভয়ের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে না।

আমেরিকায় স্কুলে গোলাগুলি, তিন শিশু-সহ নিহত চার

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের বেন্ড শহরের সিলভার রেল এলিমেন্টারি স্কুলে গোলাগুলির ঘটনায় অন্তত তিনজন শিশু ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নিহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, ১৬ বছর বয়সি এক সন্দেহভাজনকে একজন পথচারী গুলি করে এবং পরে সে মারা যায়। ওরেগন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের (প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট) একটি প্রধান রাজ্য।

জানা গেছে, বেন্ড পুলিশের মুখপাত্র শিলা মিলার একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে অন্তত দুজনকে সেন্ট চার্লস মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিহতদের মধ্যে শিশু রয়েছে।

.বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১০

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
আসানসোল ব্রাঞ্চ, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, শরৎ মঞ্চ রোডের বিপরীতে, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০৪

হারানো দলিল

বিনা সুনীলের অনুকূলে ০৮-০৭-১৩ তারিখের আসল নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৭৩৬১ হারানো প্রসঙ্গে

আমরা সাধারণ জনসাধারণকে জানাতে চাই যে এম বিনা সুনীলের অনুকূলে ০৮-০৭-১৩ তারিখের মূল নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৭৩৬১ [illegible] ... আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আসানসোল ব্রাঞ্চ কর্তৃক হারিয়ে গেছে। [illegible] যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিল খুঁজে পান তবে অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আসানসোল ব্রাঞ্চ, শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, শরৎ মঞ্চ রোডের বিপরীতে, আসানসোল, পিন ৭১৩৩০৪-এ জানান/যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

এসবিআই এইচএলসি বহরমপুর (৬৪২০৯)
পঞ্চাননতলা (১ম ফ্লোর), ৩৪, ন্যাশনাল হাইওয়ে, বহরমপুর (জেলা- মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১, ই-মেইল: sbi.64209@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৩.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী ফারহিন বেগম, স্কাইওয়াক অ্যাপার্টমেন্ট, টাওয়ার ৫-এ, ফ্ল্যাট - ৪বি, ৪র্থ ফ্লোর, ১৮/২০, কে. কে. ব্যানার্জি রোড, পোঃ এবং থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১০১, অ্যাকাউন্ট নং 42841523089 (এইচএলবিল), 42841541655 (সুরক্ষা), 43394203047 (সিসি)** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **(এইচএলএল অ্যাকাউন্ট 42841523089) ২৯,০৬,৫৬১.০০ টাকা + (সুরক্ষা অ্যাকাউন্ট - 42841541655) ৯০,৪৮৪.০০ টাকা + (সিসি অ্যাকাউন্ট- 43394203047) ৫,৭৭,৫৫০.০০ টাকা = ৩৫,৭৩,৫৯৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) যা ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া রয়েছে, তা পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১৫ অক্টোবর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৫,৭৩,৫৯৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র)** এবং তার উপর **০৪.০৮.২০২৬** তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদির চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক: শ্রীমতী ফারহিন বেগম।
জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- বহরমপুর, মৌজা - গোরাবাজার, জে.এল. নং - ৯০, খতিয়ান নং- আর.এস-৩৬৫, এলআর-৩৪৪, বর্তমান এলআর-১৯১৪৫, প্লট নং আর.এস-২১২৮, এল.আর- ৩৭১৪, প্রকৃতি - ভিটি, **আয়তন ২৭.৬৮৬ ডেসিমেল**
চৌহদ্দি:- উত্তরে:- অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণে:- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা এবং রিদ্ধি গ্রীন ভ্যালির জমি, পূর্বে:- অন্যান্যদের জমি, পশ্চিমে:- হাই ড্রেন।
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি সমাপ্ত এবং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫৫ বর্গফুট (আনুমানিক) যা ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত, ফ্ল্যাট নং - **"৪বি"**, টাওয়ার নং ৫-এ, **"স্কাইওয়াক অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক B+G+5 তলা বিল্ডিংয়ে।
(ডিড নং ৮৯৫৭, বছর-২০২৩)

তারিখ: ১৫.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বহরমপুর — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

"FORM NO. INC-26"
[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government, Ministry of Corporate Affairs, Regional Director, Eastern Region, Kolkata

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.
AND
In the matter of **Harvatex Engineering And Processing Company Limited (CIN: U28939WB1982PLC035023), having its registered office at 20/1, Maharshi Debendra Road 2nd Floor, Kolkata, West Bengal, India,700007.**
...............**Petitioner.**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 16/10/2026 to enable the company to change its Registered Office from **"State of West Bengal"** to **"State of Uttar Pradesh"**. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her objections, supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition, to the : B-38, Ground Floor, GHCL House, Institutional Area, Sector-1, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P. – 201301, within Fourteen days from the date of publication of this notice, with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: **20/1, Maharshi Debendra Road 2nd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700007.**

For and on behalf of the Applicant
Harvatex Engineering and Processing Company Limited
Sd/-
Mohanan Thrayil
Director
DIN:08310232

Date:16-10-2026
Place: Kolkata, West Bengal

এসবিআই আগরপাড়া (টেক্সম্যাকো এরিয়া) ব্রাঞ্চ (০৮০৪৬)
৬, ডা. এস. পি. মুখার্জী রোড, বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬, ই-মেইল: sbi.08046@sbi.co.in

স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী প্রদীপ কুমার দে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই আগরপাড়া (টেক্সম্যাকো এরিয়া) ব্রাঞ্চ** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন এবং সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রাহক নোটিশ/নোটিশগুলির যথাযথ সাড়া দেননি বা নোটিশটি বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে। এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি **২৯.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪ টার** আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে নিলামের দিন, অর্থাৎ **৩০.১০.২০২৬** তারিখে, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী কোনো নোটিশ ছাড়াই ব্রাঞ্চ প্রাঙ্গণে নীচে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই বিষয়ে হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল বিডার সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতা: শ্রী প্রদীপ কুমার দে

ক্র. নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণালঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	আইটেমের সংখ্যা
১.	৩০.১০.২০২৬	বিকেল ৩.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা	২০ সি	গ্রস ওজন ২০.৭৫০ নেট ওজন ১৯.৭১০	১ পিস. চুর (ভাঙা)

তারিখ: ১৭.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: আগরপাড়া, কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (''রুলস'') এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (''অ্যাক্ট'') এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে।

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্ট-এর অধীনে অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে এবং রুলস-এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইতিপূর্বেই অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নীচে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী একটি বিস্তারিত ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার (যাদের সকলকে এককভাবে বা একত্রে ''দায়বদ্ধ ব্যক্তি'' বলা হয়েছে)/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(দের)-কে নিজ নিজ ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নিজ নিজ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যার বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

উক্ত নোটিশগুলির কপিগুলি রেজিস্টার্ড পোস্ট এ.ডি.-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে, এবং উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(রা), যদি তারা ইচ্ছা করেন, তবে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন যেকোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, এতদ্বারা উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(দের) পুনরায় নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজ নিজ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এএফএল-কে তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেন, যার সাথে কলাম (ঘ)-এ নীচে উল্লিখিত নিজ নিজ তারিখ থেকে অর্থ প্রদান এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত নীচে বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ, লোন চুক্তি এবং অন্যান্য নথিপত্র/লিখিত চুক্তি (যদি থাকে) যা উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(দের) দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তা অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। লোনের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(দের) দ্বারা এএফএল-এর কাছে যথাক্রমে নিম্নলিখিত সিকিউরড সম্পদ(গুলি) বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(দের) নাম	নীচের তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	এনপিএ-এর তারিখ
১	0456MMA00015505	এনএস ইমপেক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড শ্রী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর শ্রীমতী সুলতানা বেগম	২,০৫,২৬,৫২৮/- টাকা (দুই কোটি পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো আঠাশ টাকা) ০৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	০৬.১০.২০২৬	০৯/১২/২০২৫
২	0456MMA00017232	এনএস ইমপেক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড শ্রী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর শ্রীমতী সুলতানা বেগম	৫৪,১২,০১৩/- টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ বারো হাজার তেরো টাকা) ০৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	০৬.১০.২০২৬	১০/১২/২০২৫
	০৬/১০/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)		২,৫৯,৩৮,৫৪১/- টাকা (দুই কোটি উনষাট লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো একচল্লিশ টাকা মাত্র)		

তফসিল এ
সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ প্রায় ৮৯০৮ বর্গফুট অর্থাৎ, ১২ (বারো) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক ৪৩ (তেতাল্লিশ) বর্গফুট, এর উপর নির্মিত জি-৭ তলা বিল্ডিং সহ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রেমিসেস নং ১৪, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, থানা- নিউ মার্কেট, কলকাতা-৭০০০১৩-তে অবস্থিত, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৫২ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে রয়েছে, এবং এটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ-
উত্তরে- ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড দ্বারা।
দক্ষিণে- ১৫, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড দ্বারা।
পূর্বে- ১৩, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড দ্বারা।
পশ্চিমে- ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড দ্বারা।

*এর সাথে উপরে উল্লিখিত নিজ নিজ ডিমান্ড নোটিশের তারিখে বিশদভাবে বর্ণিত হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি অর্থ প্রদান এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বহন করতে হবে। যদি উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি(রা) এএফএল-কে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে এএফএল উক্ত অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য রুলস-এর অধীনে উক্ত সিকিউরড সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ খরচ এবং ফলাফলের ঝুঁকি উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(দের) উপর বর্তাবে। উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/আইনসম্মত প্রতিনিধি(দের) উক্ত অ্যাক্ট-এর অধীনে এএফএল-এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত সিকিউরড সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি এই অ্যাক্ট বা এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলি লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন, তিনি এই অ্যাক্ট-এর অধীনে প্রদত্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৬ — **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্থান : কলকাতা — **স্বাক্ষরিত/-**
অনুমোদিত অফিসার

যোগাযোগের ঠিকানা : **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স,** অ্যাক্সিস হাউস, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পি.বি. মার্গ, ওরলি, মুম্বাই ৪০০০২৫ (মোবাইল) +৯১ ৮৪৪৪৮৯৯৯০০ এবং ব্রাঞ্চ অফিস অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড, চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড. রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
(সিআইএন) L65190MH2004GOI114883844,
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪

ডিমান্ড নোটিশ ১৩(২)

১. জয় দেব চৌধুরী এবং দোলা চৌধুরী-কে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক মঞ্জুর করা আর্থিক সহায়তা (লোন অ্যাকাউন্ট নং - 0702675100016834 এবং 0702675100016825) খেলাপি হয়েছে - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে সংবিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং নিম্নে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের (যাদের এরপর থেকে "উক্ত ঋণগ্রহীতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে), নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
২) ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা উক্ত নোটিশগুলি হয় বিলি না হয়ে ফিরে এসেছে/না হলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাই < অতিরিক্ত সতর্কতার উপায় হিসেবে ব্যাঙ্ক ডিমান্ড নোটিশের এই প্রকাশনা কার্যকর করছে। অতএব, উক্ত অ্যাক্ট অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার প্রাঙ্গণে এই নোটিশটি সাঁটানোর ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত নোটিশের কপিগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা-সহ ঋণগ্রহীতা, যদি তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন যেকোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত কপিগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আরও একবার এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে লোন এবং অন্যান্য নথিপত্রের অধীনে নীচে দেওয়া নির্দেশিত/প্রদেয় অর্থ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-কে পরিশোধ করতে হবে। লোনের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি কর্তৃক আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর কাছে যথাক্রমে নিম্নলিখিত সিকিউরিটিগুলি বন্ধক/হাইপোথিকেট করা হয়েছে।

১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১) জয় দেব চৌধুরী এবং দোলা চৌধুরী ২) 0702675100016834 এবং 0702675100016825	১) ৩০-০৯-২০২৬ ২) ১০-০৩-২০২১ তারিখ অনুযায়ী ২৩,৮৬,২৬৮.০০ টাকা।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস ফিনিশড আবাসিক ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং "ডি১" যা উক্ত গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি, যাতে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি ব্যালকনি এবং একটি টয়লেট রয়েছে, যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং/প্রাঙ্গণ নং ১১২, বিবেকানন্দ পল্লী, পুলিশ স্টেশন- দম দম, কলকাতা-৭০০০৬৫, সাউথ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত, এর সাথে উক্ত প্রাঙ্গণের জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত, অবিভাজ্য অংশ এবং স্বার্থ, উক্ত ফ্ল্যাটটির সুবিধাভোগী ব্যবহার এবং উপভোগের জন্য উক্ত বিল্ডিং/উক্ত প্রাঙ্গণের সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তিগুলিতে সাধারণ অধিকার সহ। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ প্রায় ৩(তিন) কাঠা ১২(বারো) ছটাক, কমবেশি এবং আর.এস. দাগ নং ৫১ এবং এল.আর. দাগ নং ১২৭ এ অন্তর্ভুক্ত। আর.এস. এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪২, মৌজা- গোরুই এর অধীনে, জে.এল. নং ১৬, এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দম দমের মধ্যে এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং/প্রাঙ্গণ নং ১১২, বিবেকানন্দ পল্লী, পুলিশ স্টেশন- দম দম, কলকাতা-৭০০০৬৫, সাউথ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, ইজমেন্টের সমস্ত অধিকার, পথ, যাতায়াতের পথ, জলের পথ ইত্যাদির সাথে এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:- উত্তরে: এল.ও.পি. নং ৪১ দ্বারা; দক্ষিণে: অন্যান্যদের জমি দ্বারা; পূর্বে: অন্যান্যদের জমি দ্বারা; পশ্চিমে: ১৮' ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা।

১. সুরজিৎ ঘোষ-কে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক মঞ্জুর করা আর্থিক সহায়তা (লোন অ্যাকাউন্ট নং 0702675100018586 এবং 0702675100018610) খেলাপি হয়েছে - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে সংবিধিবদ্ধ নোটিশ

১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১) সুরজিৎ ঘোষ ২) 0702675100018586 এবং 0702675100018610	১) ২৯-০৯-২০২৬ ২) ১০-০৩-২০২১ তারিখ অনুযায়ী ১৮,৭৮,৫৪১.০০ টাকা।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং ২/বি, উক্ত জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে (উত্তরমুখী) অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি, যাতে ২ (দুই) টি বেড রুম, ১ (এক) টি ডাইনিং রুম সহ রান্নাঘর, ১ (এক) টি বাথরুম, ১ (এক) টি ডব্লিউ.সি. এবং ১ (এক) টি ব্যালকনি রয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত প্রথম তফসিলে উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং স্বার্থ সহ, যা মৌজা-পোদরাহ, জে.এল. নং ৩৮, তৌজি নং ৯ এর অধীনে অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ৩২৫ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ. নং ৩৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪০৪ এর অধীনে, পুলিশ স্টেশন- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, পিন- ৭১১১০৯। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জি+৩ তলা ইটের তৈরি ভবন যার সাথে সম্পর্কিত জমি যেখানে বা যার অংশে এটি নির্মিত এবং গঠিত যার পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ৩ বর্গফুট, মৌজা-পোদরাহ, জে.এল. নং ৩৮, তৌজি নং ৯-এ অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ৩২৫ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ নং ৩৩৩ এর অনুরূপ, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪০৪ এর অধীনে, পুলিশ স্টেশন- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, পিন-৭১১১০৯, যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:- উত্তরে সমীর নস্করের ভূসম্পত্তি দ্বারা। দক্ষিণে: পঞ্চায়েত রাস্তার ১০' চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা। পূর্বে: রামপদ দাসের ভূসম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: প্রশান্ত নস্করের ভূসম্পত্তি দ্বারা।

*উপরে উল্লিখিত তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হার/অবশিষ্ট অংশে সম্মতি অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ সহ প্রদেয়।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-কে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণ ঝুঁকি, খরচ এবং ফলাফলের সাপেক্ষে সারফেসি অ্যাক্ট এবং রুলস-এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে উপরোক্ত সিকিউরড সম্পদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৫) অধিকন্তু, সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৬) উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে সিকিউরড সম্পদগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি এই অ্যাক্ট বা রুলস-এর বিধানগুলি লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন, তিনি এই অ্যাক্ট-এর ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন।

তারিখ: ১৭-১০-২০২৬; স্থান: কলকাতা — **প্রাধিকৃত স্বাক্ষরকারী**

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (২য় ফ্লোর)
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের** উক্ত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনসম্মত উত্তরাধিকারী** এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**-এর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার সাথে সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) ভৌত দখলের তারিখ ৩) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	শ্রীমতী দীপ্তিরেখা মহাকুড় এবং শ্রী প্রহ্লাদ মহাকুড় ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা	১) ০১.০৭.২০২৩ ২) ১২.১০.২০২৬ ৩) ১০/০৯/২০২২ তারিখ অনুযায়ী ২৬,১৭,৬৩৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো সাঁইত্রিশ টাকা)	**সম্পত্তি ১-** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩য় ফ্লোরে পূর্ব দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল ফ্লোরিং (লিফট সুবিধা ছাড়া) ফ্ল্যাট নং ৩০১ যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি, যা সরোজিনী ভবন ২ নামে পরিচিত ভবনে অবস্থিত, যাতে ২ টি বেডরুম, ১ টি রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ টি ডাইনিং, ১ টি টয়লেট, ১ টি বারান্দা এবং ১ টি ডব্লিউ.সি. রয়েছে, হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা- উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬ এর অধীনে অবস্থিত। **সম্পত্তি ২-** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ম ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল ফ্লোরিং (লিফট সুবিধা ছাড়া) ফ্ল্যাট নং ১০১ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট যা সরোজিনী ভবন ২ নামে পরিচিত ভবনে অবস্থিত, যাতে ২ টি বেডরুম, ১ টি রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ টি ডাইনিং, ১ টি টয়লেট, ১ টি বারান্দা এবং ১ টি ডব্লিউ.সি. রয়েছে, হোল্ডিং নং ৩২-এ অবস্থিত। যা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাপের একটি জমির উপর নির্মিত, মৌজা কোতরং, জে.এল নং ৮, এলওপি নং ৩৪১, আর.এস দাগ নং ১৩৯২, এল.আর দাগ নং ৩০৮৪ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর খতিয়ান নং ৭১৫১ এবং ৭১৫০ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা- উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬ এর অধীনে, উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, জেলা হুগলিতে অবস্থিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : অশ্বিনী দত্ত নগরের রাস্তা দ্বারা। দক্ষিণে : সাধারণ পথ দ্বারা। পূর্বে : অশোক সরকারের সম্পত্তি দ্বারা। পশ্চিমে : মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা।
২.	সুজিত ঘোষাল (ঋণগ্রহীতা) এবং ইন্দিরা ঘোষাল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ৩০.০১.২০২৫ ২) ১৫.১০.২০২৬ ৩) ১৪/১০/২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৭,৮১,৬৬৪.৫৭ টাকা (সতেরো লক্ষ একাশি হাজার ছয়শো চৌষট্টি টাকা এবং সাতান্ন পয়সা)	শ্রী সুজিত ঘোষাল নীচের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফোর্থ ফ্লোরে উত্তর পশ্চিম দিকে ৫সি নং ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৮৬৩ বর্গফুট যাতে ২ টি বেড রুম, ১ টি ডাইনিং স্পেস, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি রয়েছে, যা হোল্ডিং নং ২৪৭/এ/১এ, পি কে গুহ রোড, কলকাতা -৭০০ ০২৮-এ ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দম দম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ যার পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা, ৩ ছটাক, ৩১ বর্গফুট কমবেশি, যা মৌজা-দিগলা, জে এল নং ১৮, আর এস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, আর এস খতিয়ান নং ৪১৫ এর সাথে সম্পর্কিত, আর এস দাগ নং ৩৭১ এর অধীনে, থানা- দম দম, হোল্ডিং নং ২৪৭/এ/১এ, পি কে গুহ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮-এ অবস্থিত, যা **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে** : পি কে গুহ রোড দ্বারা; **দক্ষিণে** : এস কর্মকার দ্বারা; **পূর্বে** : জি পাল এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **পশ্চিমে** : বিশ্বনাথ পালের জমি দ্বারা। এর সাথে মাটির সাথে সংযুক্ত বা মাটির সাথে যুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আটকানো সমস্ত ভবন এবং কাঠামো সহ।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN-L45209WB1924PLC004969
নিবন্ধিত কার্যালয়: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৩ ১৮৬৮
ইমেইল : secretarial.legal@simplexinfra.com ●ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তার ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 (''সার্কুলার'') এর মাধ্যমে ''ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো''-র একটি মেকানিজম সহজতর করেছে এবং তদনুসারে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার, যার মধ্যে ফিজিক্যাল ট্রান্সফার ডিড বা [illegible] ৩১ মার্চ, ২০২১ এর আগে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে ট্রান্সফারের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এবং যা নথির ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনরায় জমা করার প্রয়োজন ছিল; সেগুলিকে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ উইন্ডো পিরিয়ড চলাকালীন কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে জমা/পুনরায় জমা করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তবে, সমস্ত ক্ষেত্রে, দাবিদারদের কাছে অবশ্যই আসল সিকিউরিটি শংসাপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনও কারণে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির কাছে ট্রান্সফার করা হয়ে থাকা উচিত নয়। অধিকন্তু, একবার ট্রান্সফার হওয়া সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফারিকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেডিট করা হবে এবং ট্রান্সফার নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন এর অধীনে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন এই জাতীয় সিকিউরিটিগুলি ট্রান্সফার / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক রাখা যাবে না।
বিস্তারিত জানার জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ''সিমপ্লেক্স হাউস'' ২৭, শেক্সপিয়ার সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ১ম ফ্লোর কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন : (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল : mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — **বি. এল. বাজোরিয়া**
তারিখ : ১৬/১০/২০২৬ — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সেখদীঘি শাখা
সেখদীঘি, বান্নেশ্বর, তহশিল - রামনা সেখদীঘি, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১২২

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৬.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়েছিলেন,
১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এজাজুল শেখ, প্রোপ্রাইটর : শ্রী এজাজুল শেখ,** পিতা- আবদুশ সালাম, গ্রাম - গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদীঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬।
২. **প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা : শ্রী এজাজুল শেখ,** পিতা- আবদুশ সালাম, গ্রাম গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদীঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২২৬।
৩. **বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টার : শ্রী আমিনুল ইসলাম,** পিতা- আবদুস সালাম শেখ, গ্রাম- গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদীঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২২৬।
৪. **গ্যারান্টার : শ্রী সাবির আহমেদ,** পিতা- শ্রী ওয়াহেদ আলী, গ্রাম - গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদীঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬।
৫. **গ্যারান্টার : শ্রীমতী মরজিয়া বেওয়া,** স্বামী- শ্রী আবদুস সালাম, গ্রাম - গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদীঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬।

আমাদের সেখদীঘি ব্রাঞ্চের কাছে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৫৫,৬১,৬৬০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শো ষাট টাকা) (বুক ব্যালেন্স ৫৩,৫৮,৭৩৫.০০ টাকা + এমওআই ২,০২,৯২৫.০০ টাকা) যা **০৬.০৮.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী বকেয়া রয়েছে, তা পরিশোধ করার জন্য।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৫৫,৬১,৬৬০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শো ষাট টাকা) (বুক ব্যালেন্স ৫৩,৫৮,৭৩৫.০০ টাকা + এমওআই ২,০২,৯২৫.০০ টাকা) এবং তার উপর সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
''সুরক্ষিত সম্পদের উপর আপনার অধিকার মুক্ত করার বিষয়ে সারফেসি অ্যাক্ট এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি''।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধক রাখা সম্পদ : মুর্শিদাবাদ জেলায় থানা- সাগরদীঘি এর অধীনে জে.এল. নং ৩১ এর মধ্যে, মৌজা - গঙ্গাদড়, গ্রাম - গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২২৬-এ অবস্থিত, ১১২৭.৫০ বর্গফুটের একটি নির্মিত প্লিন্থ এরিয়া যার জমির পরিমাণ ২০.০০ ডেসিমেল, শ্রেণী ''বাস্তু'' যা গ্রাম - গঙ্গাদড়, পোঃ- খয়রাতি, থানা- সাগরদিঘী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬ এ খতিয়ান নং এলআর ১৫০১/২, ২৬৩৪ এর অধীনে প্লট নং এলআর-১৯৭৪ এ অবস্থিত, শ্রী এজাজুল শেখ এবং শ্রী আমিনুল ইসলামের নামে রয়েছে, থানা- সাগরদীঘি, এডিএসআরও- রঘুনাথগঞ্জ, ডিএসআর রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। বিল্ডিং চৌহদ্দি (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) : উত্তরে : লুতুব শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মহি শেখের সম্পত্তি, পূর্বে : আমিনুল ইসলাম এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : এনএইচ-৩৪ পাকা রাস্তা।

তারিখ : ১৬.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কাশিমবাজার — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

অ্যানেক্সার-13
SI-10

সার্কেল অফিস: এসএএম - পশ্চিম মেদিনীপুর, বিই-১, বিধান নগর ইস্ট, রেলওয়ে স্টেশন রোড, পোঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১০১

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যার তারিখ ০১.০৮.২০২৬, এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক সামন্ত (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা- জয়দেব সামন্ত, গ্রাম- জোতঘনশ্যাম, পোঃ- জোতঘনশ্যাম, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১৫৩ এবং তথাগত সামন্ত (বন্ধকদাতা), পিতা- জয়দেব সামন্ত, গ্রাম- জোতঘনশ্যাম, পোঃ- জোতঘনশ্যাম, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১৫৩** -কে নোটিশে উল্লিখিত **৬,৮৫,৪৩৯.০৭/- টাকা (ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো ঊনচল্লিশ টাকা এবং সাত পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (যদি কোনো আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) উক্ত নোটিশের তারিখ/প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১২ অক্টোবর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর **৬,৮৫,৪৩৯.০৭/- টাকা (ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো ঊনচল্লিশ টাকা এবং সাত পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (যদি কোনো আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
১) মৌজা- জোতঘনশ্যাম, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৭২১১৫৩-এ জোতঘনশ্যাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা **১৬.০৪.২০১০ তারিখের নিবন্ধিত ডিড নং I-২৪৯৪/২০১০** এর সাথে সম্পর্কিত, জেএল নং ২৪০, খতিয়ান নং ১১৩৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৬৯৬৩ এবং ৬৯৬৪, আরএস প্লট নং ২২৫৮/৮১৮৬, এডিএসআর দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিড অনুযায়ী জমির আয়তন- ৪.৬৮৭ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি - বাস্তু।
মালিক: ১) কৌশিক সামন্ত, পিতা- জয়দেব সামন্ত
২) তথাগত সামন্ত, পিতা- জয়দেব সামন্ত
সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:- উত্তরে:- নারায়ণ দাস এবং রামপদ দাসের জমি, **দক্ষিণে:-** মালিকের জমি, **পূর্বে:-** খালি জমি, **পশ্চিমে:-** রাস্তা।

তারিখ: ১২.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: মেদিনীপুর — **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

This is a public announcement for information purposes only and does not constitute an offer to acquire the securities. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly outside India.

VAIBHAV VYAPAAR | LOANFRONT®

VAIBHAV VYAPAAR LIMITED

Corporate Identity Number: U51909WB2009PLC133054

Our Company was originally incorporated as Vaibhav Vyapaar Private Limited on 24.02.2009 under the Companies Act, 1956 with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PTC133054, vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of the company was changed from "Vaibhav Vyapaar Private Limited" to "Vaibhav Vyapaar Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on 02.01.2026 and obtained fresh certificate of incorporation dated 02.06.2026 issued by the Registrar of Companies Central Processing Centre, Manesar with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PLC133054. For details pertaining to the changes of name and registered office of our company, please refer to the chapter titled "History and Corporate Structure" on page no. of this Prospectus.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ITHA VENKATA RAGHAVA GOWRINATH AND CAPFRONT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS. IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF SEBI ICDR REGULATIONS (INITIAL PUBLIC OFFER OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) OR ANY OTHER REGULATION AS MAY BE APPLICABLE OF SEBI ICDR REGULATIONS, 2018, AS AMENDED FROM TIME TO TIME AND EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE EMERGE).

Our Company is a Non-Banking Financial Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI). We provide unsecured personal loans to salaried individuals and self-employed individuals through our fully digital lending platform, both on a direct lending and co-lending basis. In parallel, we also generate revenue by offering our application and technology services to other NBFCs. Our operating model enables credit access, particularly first-time borrowers, including lower-income salaried professionals. We company operate through our mobile application, which support loan origination, due diligence and underwriting process along with documentation, disbursal, and repayment. Our digital infrastructure uses verification and technology-enabled tools that facilitate credit assessment, credit decisioning and risk evaluation.For further details, please refer to the chapter titled "Our Business" on page no. 113 of this Prospectus.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 77,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF VAIBHAV VYAPAAR LIMITED ("VVL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 54/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 49/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹4209.84 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 3,90,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 54/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 49/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 210.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 74,06,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH AT A PRICE OF ₹ 54/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 49/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 3999.24 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.66 % AND 26.28 %, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: RS. 54.00/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF RS.5.00/- EACH
ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE IS: Rs. 54.00 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF RS.5.00/- EACH
THE ISSUE PRICE IS 10.8 TIMES OF THE FACE VALUE

BID/ ISSUE PROGRAM	ANCHOR INVESTOR BIDDING OPENED AND CLOSED ON: 12.10.2026
	BID/ ISSUE OPENED ON: 13.10.2026
	BID/ ISSUE CLOSED ON: 15.10.2026

RISK TO INVESTORS

1. Risk to Investors: Top 5 risk factors
a) Our business is exposed to interest rate volatility, which may adversely affect our lending and treasury operations, Net Interest Income, Net Interest Margin and results of operations.
b) Our success depends on retaining and expanding our customer base. If we are unable to attract new customers or are unable to retain and grow our relationships with our existing customers, our business, financial condition, cash flows, results of operations and prospects would be materially and adversely affected.
c) A significant portion of our Assets Under Management ("AUM") is concentrated in certain states and regions of India. Any adverse economic, regulatory, political, climatic, social or business developments in such states or regions could have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
d) Our lending operations primarily involve unsecured loans to borrowers with a relatively higher risk profile, and any increase in defaults or our inability to recover outstanding dues may have a material adverse effect on our business, financial condition, cash flows and results of operations.
e) Our business operations are highly dependent on the continuous availability, reliability, scalability and security of our mobile application and underlying information technology infrastructure. Any disruption, failure or security breach affecting our technology systems could adversely affect our business, financial condition, results of operations, cash flows and prospects.

For further details refer chapter titled "Risk Factor" on page 27 of this Prospectus

PROPOSED LISTING

The Offer was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ('SCRR') read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ('QIBs', the 'QIB Portion'). Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager has allocated upto 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ('Anchor Investor Portion'). Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the ASBA process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Investors using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, refer 'Issue Procedure' beginning on page 234 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE EMERGE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited . The trading is proposed to be commenced on 21.10.2026.*

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the National Stock Exchange of India Limited ('NSE EMERGE').*

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue is being made in compliance with the provisions of Regulation 229(2) and 253 of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and through the Book Building Issue. For further details, refer to chapter titled "Issue Structure" beginning on page 230 of the Prospectus. "The bidding for Anchor Investors opened and closed on 12.10.2026. The Company received 6 Anchor Investors applications for 26,00,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹54.00/- per Equity Share. A total of 22,00,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹ 118,800,000/-.

The Offer (excluding Anchor Investors Portion) received 2306 Applications for 17,332,000 Equity Shares resulting 3.10 times subscription (including reserved portion of market maker and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Offer from various categories are as under (before rejections):"

Detail of the Applications Received (Excluding Anchor Investor):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (Rs.)
1	Individual Investors	1,758	7,032,000	2,596,000	2.71	379,592,000.00
2	Non-Institutional Investors (More than 2 lots and upto to ₹ 10 Lakhs)	248	1,574,000	372,000	4.23	84,972,000.00
3	Non-Institutional Investors (above ₹ 10 Lakhs/-)	294	5,938,000	744,000	7.98	320,652,000.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	5	2,398,000	1,494,000	1.61	129,492,000.00
5	Market Maker	1	390,000	390,000	1.00	21,060,000.00
	Total	2,306	17,332,000	5,596,000	3.10	935,768,000.00

Final Demand: A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Capital	Cumulative % of Total
1	51	158,000	0.55	158,000	0.55
2	52	482,000	1.69	640,000	2.25
3	53	44,000	0.15	684,000	2.40
4	54	27,790,000	97.60	28,474,000	100.00
5	CUTOFF	-	0.00		
	Total	28,474,000	100.00		

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE") on 16.10.2026.

1. **Allotment to Individual Investor (After Rejection):** "The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹54 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 2.66256 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,596,000 Equity to 649 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:":

Sr. No.	Number of shares applied for category wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No of shares Applied	% of Total	Number of Shares Allotted to applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/allotted
1	4,000	1,728	100.00	6,912,000	100.00	4,000	649 : 1728	2,596,000
	TOTAL	**1,728**	**100.00**	**6,912,000**	**100.00**			**2,596,000**

2. **Allotment to Non- Institutional Investor (More than Rs. 2 Lakhs and upto Rs. 10 Lakhs) (After Rejection):** "The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹54 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 4.09140 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 372,000 Equity to 62 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:":

Sr. No.	Number of shares applied for Category wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No. of shares Applied	% of Total	Number of Shares Allotted to applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/allotted
1	6000	219	91.25	1,314,000	86.33	6000	57 : 219	342,000
2	8000	13	5.42	104,000	6.83	6000	3 : 13	18,000
3	10000	5	2.08	50,000	3.29	6000	1 : 5	6,000
4	18000	3	1.25	54,000	3.55	6000	1 : 3	6,000
	Total	**240**	**100.00**	**1,522,000**	**100.00**			**372,000**

3. **Allotment to Non- Institutional Investor (More than 10 Lakhs) (After Rejection):** "The Basis of Allotment to the Non- Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹54 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 7.87366 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 744,000 Equity to 124 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:":

Sr. No.	Number of shares applied for Category wise	No of Applications Received	% of Total	Total No. of shares Applied	% of Total	No. of Equity Shares allotted to Applicant	Ratio	Total No of shares Allocated/ Allotted
1	20000	285	98.28	5,700,000	97.30	6,000	122 : 285	732,000
2	26000	1	0.34	26,000	0.44	6,000	0 : 1	-
3	32000	2	0.69	64,000	1.09	6,000	1 : 2	6,000
4	34000	2	0.69	68,000	1.16	6,000	1 : 2	6,000
	TOTAL	**290**	**100.00**	**5,858,000**	**100.00**			744,000

4. **Allotment to Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor Investors) (After Rejection):** "The Basis of Allotment to the Qualified Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹54 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 1.605087 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,494,000 Equity to 5 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:":

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	-	-	-	-	-	230,000	1,264,000	**1,494,000**

5. **Allotment to Market Maker (After Rejection):** "The Basis of Allotment to the Market Maker Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹54 per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 1.00000 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 390,000 Equity to 1 successful applicant. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:":

Sr. No.	Number of shares applied for category wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No of Shares applied	% of Total	Number Shares allocated to applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/ Allotted
1	390,000	1	100.00	390,000	100.00	390,000	1:1	390,000
	TOTAL	**1**	**100.00**	**390,000**	**100.00**			**390,000**

6. **Allotment to Anchor Investor:** "The company in consultation with the BRLM has allocated 2,200,000 equity shares to 6 Anchor Investors Issue Price of Rs. 54. per equity shares in accordance with SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of QIB:":

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	372,000	1,828,000	-	-	2,200,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 16.10.2026 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares and as approved by the Designated Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited on 16.10.2026 and has authorized the corporate action to allot the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN-cum-Refund Orders and allotment advice and/or notices are dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or before 16.10.2026. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount were being processed on or before 16.10.2026. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within four days, investors may contact the Registrar to the issue at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants shall be uploaded on or before 19.10.2026, or credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with depositories concerned. The Company is in the process of obtaining approval from National Stock Exchange of India Limited and the trading of the equity shares is expected to commence trading on 21.10.2026.

NOTE: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus. The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue KFin Technologies Limited at www.kfintech.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for, applicants DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the applicants, Bank Branch where the application had been submitted, copy of the acknowledgement Slip and payment details at the address of the Registrar given below:

Continued on next page

Continued from previous page

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Getfive	KFINTECH	VAIBHAV VYAPAAR
Getfive Advisors Private Limited **SEBI Registration Number:** INM000013147 **Address:** 4th Floor, Motilal Oswal Tower, Opp. Zion Z1 Tower, Sindhubhavan Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat – 380059 **Telephone Number:** +91 79907 29901 **Email Id:** investor.grievance@getfive.in **Investors Grievance Id:** investor.grievance@getfive.in **Website:** www.getfive.in ; **Contact Person:** Aman Jain **CIN:** U70200GJ2023PTC144770	**Kfin Technologies Limited** **SEBI Registration Number:** INR000000221 **Address:** 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Kurla, Mumbai, Maharashtra, India, 400070 **Tel. Number: -** +91-40-67162222/18003094001 **Email Id:** vaibhav.ipo@kfintech.com **Investors Grievance Id:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com ; **Contact Person:** Williams R **CIN:** L72400MH2017PLC444072	**Vaibhav Vyapaar Limited** **Registered Office Address:** Arch Square-X2, Unit-1406, 14th Floor, EP-GP Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Salt-lake, West Bengal, India, 700091. **Contact Person:** Aditya Singh Solanky, Company Secretary and Compliance Officer **Telephone:** +91 9986611345 **Email:** : investors@vaibhav-vyapaar.com **Website:** www.vaibhav-vyapaar.com **CIN:** U51909WB2009PLC133054

Note: Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and/or Registrar to Issue and/or Book Running Lead Manager, for any pre-issue or post-issue related queries, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

For and on behalf of VAIBHAV VYAPAAR LIMITED
Sd/-
Itha Venkata Raghava Gowrinath
Managing Director and Chairman
DIN: 08281079

Place: Bangalore
Date: 16.10.2026

The Level of Subscription should not be taken to be indicative of either the market price of the Equity Share on Listing or the business prospects of Vaibhav Vyapaar Limited.

Disclaimer: Vaibhav Vyapaar Limited has filed the Prospectus dated 16.10.2026, with the Registrar of Companies, Stock Exchange, and SEBI. The Prospectus is available on the respective websites of the NSE EMERGE www.nseindia.com, website of the Book Running Lead Manager and Issuer Company. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high risk and for the details relating to the issue, refer "Risk Factors" beginning on page 27 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and applicable laws of each jurisdiction where such Issue and sales are made. There will be no public issuing in the United States.

গাজোলে শিশুর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার প্রতিবেশীর বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদ, মালদা: একদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বস্তাবন্দী অবস্থায় প্রতিবেশী জেঠুর বাড়ি থেকেই আড়াই বছরের শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। শুক্রবার মহাষষ্ঠীর সকালেই মর্মান্তিক এই খুনের ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে গাজোল থানার ময়না পাইকপাড়া এলাকায়। শিশুকে খুনের ঘটনার অভিযোগে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা প্রতিবেশী অভিযুক্ত দম্পতিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর জেঠিমা বিউটি পারভিনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার জেঠু মুকলেসুর রহমানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃত শিশুর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম মিসফার রাহমান। তার বয়স আড়াই বছর। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে মসিউর রহমানের দুই বছরের ছেলে মিসফারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ ওই শিশু নিখোঁজ থাকার পর রাতে গাজোল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তারপরেও পরিবারে লোকেরা ওই শিশুর খোঁজ চালিয়ে যায় শুক্রবার সাত সকাল থেকেই আবারো বাড়ির লোক প্রতিবেশীদের সহযোগিতা নিয়েই পুকুরপাড় থেকে শুরু করে নানা জায়গায় ওই শিশুর খোঁজ শুরু করে। এরই মধ্যে প্রতিবেশী মুকলেসুর ও তার স্ত্রী বিউটি গতিবিধি ও কথাবার্তাতে এলাকাবাসীদের সন্দেহ হয়। ওই শিশুর পরিবার ও কিছু গ্রামবাসী মুকলেসুরের বাড়িতে ঢুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই দেখে একটি প্লাস্টিকের বস্তা বন্দি অবস্থায় উঠোনের এক কোণে রাখা রয়েছে। সেই বস্তা খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় সকলের। তার মধ্যেই ওই শিশুর দেহ লুকানো ছিল বলে অভিযোগ। মৃত শিশুর বাবা মসিউর রহমান পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তার ছেলের গলায় ও কপালে আঘাতে চিহ্ন এবং রক্তের দাগ রয়েছে। তাতেই অনুমান করা হচ্ছে তার বড় দাদা ও বৌদি, তার ছেলেকে খুন করেছে। এই ঘটনার পিছনে সম্পত্তিগত পুরনো বিবাদ রয়েছে। যা অভিযুক্তেরা বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তা নিয়েও প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এনিয়েই গোলমাল চলছিল দুই পরিবারের। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পিছনে প্রকৃত কি কারণ রয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। মৃতের পরিবার যে অভিযোগ করেছে সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে ওই শিশুর জেঠিমা বিউটিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাগনানের হিজলক উত্তরপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিমা।

নজিরবিহীনভাবে দেবী দুর্গার আরাধনায় মাতল আদিবাসী মহল

বাঁকুড়ায় বকুল গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলা মহাষষ্ঠির দিন নজিরবিহীনভাবে দেবী দুর্গা আরাধনায় মেতে উঠতে দেখা যায় আদিবাসী, শবর-সহ অসংখ্য দুঃস্থ পরিবারকে। হিড় বাঁধের শবরপাড়াগুলিতে দুঃস্থদের মধ্যে শাড়ি, লুঙ্গি, ছোটদের পোষাক ও খেলনা এবং বকুল গাছ বিতরণ করা হয়। কলকাতার এক দম্পতির নেতৃত্বে বাঁকুড়া জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সমাজসেবীদের কাজ থেকে এসব নতুন বস্ত্র নিয়ে বিতরন করা হয়। অন্যদিকে, জেলার পরিবেশবাদী এক সংস্থার পক্ষ থেকে ছাতনা ও গঙ্গাজল ঘাটি ব্লকে কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু গাছের চারা, বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

হিড়বাঁধ ব্লকের কেলিয়াপাথর শবর পাড়ায় ১৭টি শাড়ি, ১টি বকুল গাছ, বাঁকাকদম শবরপাড়ায় ১৮ জন শিশুকে পোষাক, ১৪ জনকে শাড়ি ও ১০ জনকে লুঙ্গি এবং আশবেড়িয়া বাউড়ি পাড়ায় ২৬টি শাড়ি বিতরণ করা হয়। শ্রেয়াঙ্গের জন্মদিন এদের ৬৫কে নিয়ে দুপুরে ভোজের

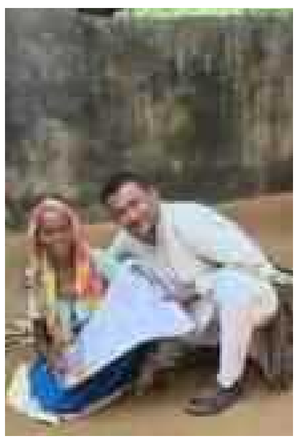

আয়োজন করা হয়। শীলা দত্ত, তনুশ্রী চক্রবর্তী, রিনি দাস, পায়েল গুপ্ত, মনোজিৎ মণ্ডল, বাবন নন্দী, আশেক মিস্ত্রি ও বিষ্ণু দাস এসব সামগ্রী সরবরাহ করেন। কলকাতার দম্পতি শুভেন্দু চন্দ্র ও সংঙ্কলিতা তাম্বূলি চন্দ্র এই আয়োজনের উদ্যোগ নেন। অন্যদিকে, গাছকে দেবী মেনে গঙ্গাজলঘাটি তিনটি, ছাতনার ৮টি ও হিড়বাঁধের ৯টি মোট ২০টি আদিবাসি পাড়ায় পূজা করে শারদ উৎসব পালন করে মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস। বিগত বছরগুলির মত ৯৩টি পরিবারকে নবপত্রিকার গাছগুলির চারা ও বীজ সরবরাহ করা হয়। এই বীজ চাষ করে সেগুলি দুর্গাপূজার সময় বিক্রি করে এই পরিবারগুলি কিছুটা আয় করেন। এদিন দুপুরে এই পরিবারগুলিকে নিয়ে দুপুরে ভোজের আয়োজন করা হয়। আদিবাসী, শবর ও দুস্থ পরিবারের মহিলাদের দুর্গা মেনে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। স্বস্তি চ্যাটার্জি, মানসী দাস, ভারতী ব্যানার্জি, বিথিকা চক্রবর্তী, মিনু ব্যানার্জি, অনিতা সমাদ্দার, ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায়, অর্চনা পাল, রিঙ্কু দেবনাথ, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, শ্রাবণী আচার্য্য, শিখা ঘোষ, রীতা ইন্দ্র, রনিকা সিধু, সংগীতা বিশ্বাস, একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সুমিতা দত্ত-সহ ৩০জন পরিবেশবাদী শিল্পী এই সব সামগ্রী কেনার অর্থ দেন। তাদের বক্তব্য,গাছ লাগিয়ে ও রক্ষা করে, বৃষ্টির জল পুকুরে ধরার কাজে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

হুগলির কামারকুণ্ডুতে যাত্রী বিক্ষোভ

একঘণ্টা দাড়িয়ে রইল আপ হাওড়া-গয়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রায় এক ঘণ্টা দাড়িয়ে রইল আপ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।যষ্ঠীর সকালে চরম রেল বিভ্রাট। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে কামারকুণ্ডু স্টেশনে তুমুল যাত্রী বিক্ষোভ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপ(২২৫০৩) কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস অত্যাধিক দেরিতে চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কামারকুণ্ডু স্টেশনে ঢোকার বদলে শুক্রবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ট্রেনটি কামারকুণ্ডুতে পৌঁছায়। এরপরেও ট্রেনটি কামারকুণ্ডু স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপরেই কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের যাত্রীরা স্টেশনে নেমে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। লাইনের উপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ চলে। আপ ২২৩০৩ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত দাঁড় করিয়ে দেয় যাত্রীরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। তারপরও প্রায় ১ ঘণ্টা চলে বিক্ষোভ। এরপর যাত্রীদের অনেক বুঝিয়ে ৮টা নাগাদ আপ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসকে রওনা করানো হয়। তারপর ৮.০৪ মিনিটে হাওড়া- গয়া বন্দে ভারত রওনা দেয়।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, 'বিবেক এক্সপ্রেস দেরিতে চলছিল। আমাদের জোনে যখন ঢোকে তখনও লেট ছিল। কামারকুণ্ডু স্টেশনে যখন ট্রেনটি দাঁড়ায়, তখন যাত্রীরা একটু ক্ষোভ দেখান। এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।' অন্যদিকে, এই আপ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস লেট থাকার কারণে এবং যাত্রী পরিষেবার অভিযোগে ট্রেন থেকে নেমে যেতে বাধ্য হন একটি পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, ডানকুনি থেকে উঠে ট্রেনের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কামারকুণ্ডুতে নেমে যেতে হয়। এই ট্রেনেই ডানকুনি থেকে এনজিপি অব্দি এস-৪ কোচে রিজার্ভেশন টিকিট কাটা ছিল তাঁদের। বেড়াতে না গিয়ে বাধ্য হয়েই কামারকুণ্ডুতে নেমে বাড়ি ফিরে যান তাঁরা। যাত্রী নেমে যাওয়ার বিষয়ে সিপিআরও-কে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আরামবাগে সিপিএমের বুক স্টল ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরও বামেদের বুক স্টল সমস্যা মিটলো না। আরামবাগে সিপিআইএমের বুক স্টল ঘিরে বিতর্ক, বিজেপির বিরুদ্ধে বুক স্টল উঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। যানজট এড়াতেই পুলিশি হস্তক্ষেপ বলে দাবি বিজেপি বিধায়কের। আরামবাগের গৌরহাটি মোড় এলাকায় সিপিআইএমের বুক স্টল বহু বছর ধরে হয়ে আসছে। শুক্রবার বিকেলের দিকে সিপিআইএমের নেতা-কর্মীরা চেয়ার-টেবিল পেতে ব্যানার লাগিয়ে বুক স্টল চালু করেছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপির কয়েকজন কর্মী সেখানে এসে তাঁদের বুক স্টল বসাতে বাধা দেন। এমনকী, স্টলের ব্যানার খুলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সিপিআইএমের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে আরামবাগ থানার পুলিশ এসে তাঁদের কাছে বুক স্টল বসানোর অনুমতি রয়েছে কি না, তা জানতে চায়। পুলিশের তরফে অনুমতি না থাকায় সেখানে বসা যাবে না বলে জানানো হয় বলে দাবি সিপিআইএম নেতা-কর্মীদের। এরপর তাঁরা সেখান থেকে সরে গিয়ে পাশেই সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে চলে যান। এই ঘটনায় সিপিআইএম নেতা পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান, বুক স্টল বসানোর বিষয়টি আগে থেকেই পুলিশকে জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁদের বসতে বলা হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। কিন্তু পরে পুলিশের অবস্থান বদলে যায় বলে অভিযোগ তাঁর। তবে বাধার মুখে পড়লেও তাঁরা বই বিক্রি করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন সিপিআইএম নেতা। অন্যদিকে, সিপিআইএমের বুক স্টলে বসতে বিজেপি বাধা দিয়েছে, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। তাঁর বক্তব্য, পুজোর সময় রাস্তায় ব্যাপক ভিড় হয়। সেই কারণে যানজট এড়াতে পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

জঙ্গলমহলের পুজো মঞ্চে শারদ পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার বেলপাহাড়ি ব্লকের ভেদাকুই সার্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান মঞ্চে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে ঝাড়গ্রাম জেলার কবি সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ কাশফুল পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে। জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে দুর্গাপূজা ও পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোক্তা হরেকৃষ্ণ মাহাতো, নলিনী মাহাতোর সঙ্গে কবি শিখা মল্লিক,

অরুনাভ বীর, জিতেন্দ্র নাথ মাহাতো, ছত্রমোহন মাহাতো ও অন্যান্য সাহিত্যিকরা কাশফুল শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে এদিন জঙ্গলমহলের শিলদা থেকে প্রকাশিত নব অভিযান কবিতা পত্রিকার শারদ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন হয়। সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে ২৫ শে অক্টোবর। জেলার প্রায় ৬০ জন নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে ও তাদের গল্প কবিতা পাঠে সাহিত্য সভা সফল হয়। উপস্থিত সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় কাশফুল শারদ সংখ্যা।

৩৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য অমরগড়ের রাজবাড়ির দেবী শিবাক্ষা

দুর্গোৎসবে দুর্গা আর কালীরূপে পূজিতা হন

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে দীপাবলির কালীপুজো, শারদোৎসবের এই রঙিন মরসুমে আজও তার ঐতিহ্য ও গাম্ভীর্য ধরে রেখেছে পূর্ব বর্ধমানের অমরগড় গ্রামের প্রাচীন রাজবাড়ির দেবী শিবাক্ষা। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো এই ঐতিহাসিক পূজার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে রাজা মহেন্দ্র রায় ও রানি অমরাবতীর স্মৃতিবিজড়িত সময়ের সঙ্গে। বর্তমান সময়েও সাবেকি নিয়ম ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় রায় পরিবারের বংশধর ও গ্রামের বাসিন্দারা। কষ্টিপাথরের এক অনন্য ও প্রাচীন বিগ্রহ ঐতিহাসিক এই পুজোর কেন্দ্রবিন্দু হলো দেবী শিবাক্ষার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রাচীন কষ্টিপাথরের বিগ্রহটি, যা একসময় কাটোয়ার গঙ্গার ঘাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এই মূর্তির একটি বিশেষ ও দুর্লভ বৈচিত্র্য রয়েছে, এখানে দেবী একই সঙ্গে সিংহ ও শৃগালের পিঠে অধিষ্ঠাত্রী। বছরের অন্যান্য সময়ে নিত্যপুজো হলেও, শরৎকালের দুর্গাপূজায় এই দেবীই দুর্গারূপে এবং দীপাবলির কালীপূজায় কালীরূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। ঐতিহ্য মেনে কালীপুজার রাতে দেবী শিবাক্ষাকে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে স্থানীয় চাটুজ্জে পরিবারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশেষ পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর, ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে দেবী পুনরায় তাঁর নিজস্ব মন্দিরে ফিরে আসেন। শত শত বছর ধরে চলে আসা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না আজও। দেবী শিবাক্ষার পুজোয় মেনে চলা হয় কঠোর সাবেকি নিয়ম। দেবীকে নিবেদন করা হয় ঐতিহ্যবাহী অন্নভোগ এবং নানা পদের ফলমূল, মিষ্টান্ন ও সুদৃশ্য নৈবেদ্য। এছাড়া মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা এবং মহানবমীর দিনে বিশেষভাবে নরনারায়ণ সেবা ও ভক্তদের মাঝে মহা প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়, যেখানে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার

ভক্ত সমবেত হন। কালের নিয়মেই রাজত্ব ও রাজপ্রাসাদ বিলীন হলেও অমরগড়ের এই প্রাচীন পুজোর ঐতিহ্য এবং মন্দির পরিচালনার মূল দায়িত্ব ও দেখভালের কাজটি আজ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন স্থানীয় রায় পরিবারের বংশধরগণ এবং গ্রামের সমস্ত বাসিন্দারা। তাঁদের এই সম্মিলিত প্রয়াসই সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আজও সজীব ও উজ্জ্বল করে রেখেছে।

নুরপুরের শতবর্ষের বনেদি বাড়ির পুজো এখন সর্বজনীন

নবমীর মাছের টকই অন্যতম আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদশ, আউশগ্রাম: প্রায় একশো বছরের ঐতিহ্য। বনেদি বাড়ির অন্দরমহলে শুরু হওয়া দুর্গাপুজো আজ পরিণত হয়েছে গোটা গ্রামের মিলনোৎসবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সেই পুজোকে ঘিরেই প্রতিবছর শারদোৎসবে মেতে ওঠেন নুরপুরের বাসিন্দারা। সাবেকি রীতিনীতি, বনেদি বাড়ির ঐতিহ্য এবং নবমীর দিন মাছের টক খাওয়ানোর বিশেষ প্রথা, সব মিলিয়ে নুরপুরের এই দুর্গাপুজো আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় একশো বছর আগে স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ কোনারের হাত ধরে এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে পরিবারের পুজো আজ সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও পুজোর আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব সামলান। ফলে এই পুজো এখন আর কোনও একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং গোটা গ্রামের আবেগ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। নুরপুরের এই দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ নবমীর দিনের বিশেষ আয়োজন। ওই দিন প্রায় দু'হাজার মানুষের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। পুজোর ভোগের মেনুতেও রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। মাছের টক, কুমড়ো ও কচুর তরকারি রান্নার বিশেষ রীতি চলে আসছে বহু বছর ধরে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে নবমীর দিন মাছের টক খাওয়ানোর প্রথা বিশেষভাবে পরিচিত। প্রায় একশো বছর ধরে চলে আসা এই রীতিই বর্তমানে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। পুজোর

আচার-অনুষ্ঠানেও রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই পুজোয় পশুবলির কোনও প্রথা নেই। তবে অষ্টমীর দিন মাসকলাই দিয়ে প্রতীকী বলির রীতি পালন করা হয়। পুরনো রীতিনীতি মেনেই প্রতি বছর পুজোর আয়োজন করা হয়। বনেদি বাড়ির সুবিশাল মন্দিরের সামনে রয়েছে বিশালাকার আটচালা। সেই আটচালাকে কেন্দ্র করেই পুজোর চারদিন উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। পুজোর পাশাপাশি প্রতিদিন কলকাতা ও আশপাশের এলাকার পরিচিত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুজোর দিনগুলিতে মন্দির চত্বর ও আটচালা ঘিরে গ্রামবাসীদের আনাগোনায় জমজমাট হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বর্তমানে কেশব কোনার, কার্তিক কোনার ও স্বপন কোনার পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই এগিয়ে চলেছে এই পুজো। নুরপুরে এটিই একমাত্র দুর্গাপুজো হওয়ায় গ্রামের মানুষের আবেগও এই পুজোকে ঘিরে অনেক বেশি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ এই উৎসবে শামিল হন বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। কাজের সূত্রে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেন নুরপুরের বহু মানুষ। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় তাঁরা অনেকেই ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও পুরনো প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুজোর চারদিন আনন্দে কাটান তাঁরা। ফলে শারদোৎসবের এই কয়েকটি দিন কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয় নুরপুর। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই দুর্গাপুজো তাই শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বনেদি বাড়ির ঐতিহ্য, সাবেকি রীতিনীতি, গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং নবমীর মাছের টকের বিশেষ আয়োজন, সব মিলিয়ে নুরপুরের এই পুজো আজও ধরে রেখেছে তার নিজস্ব পরিচয়। সময় বদলেছে, পুজোর পরিসর বেড়েছে, কিন্তু ঐতিহ্যের টান আজও অমলিন।

আজ মহাসপ্তমী

২৫ পল্লি খিদিরপুর।

৮৩তম বর্ষে কাশীনগর ব্যবসায়ী সমিতির পূজায় বৈদিক গ্রন্থাগার মণ্ডপ।

গড়িয়ার পঞ্চদুর্গা।

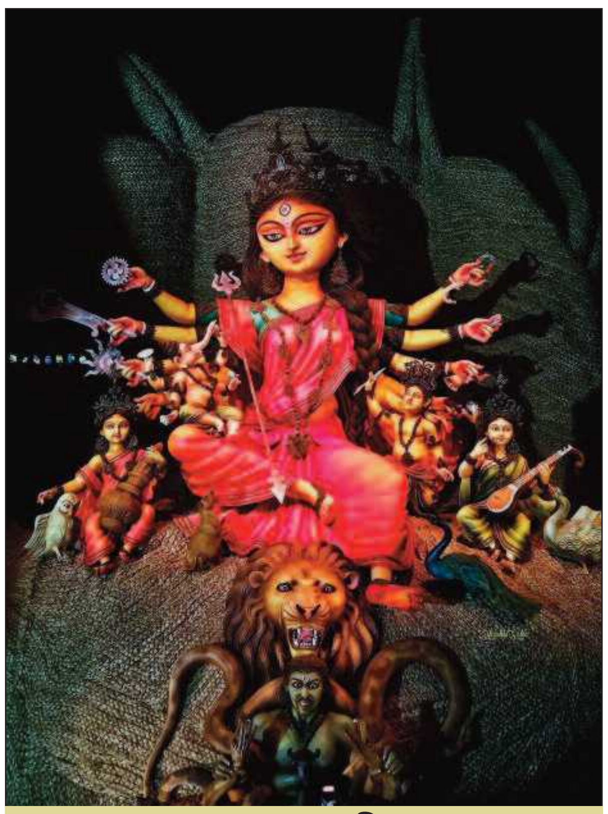

চেতলা অগ্রণী।

কসবা পারিজাত ক্লাব।

হাতিবাগান সর্বজনীন।

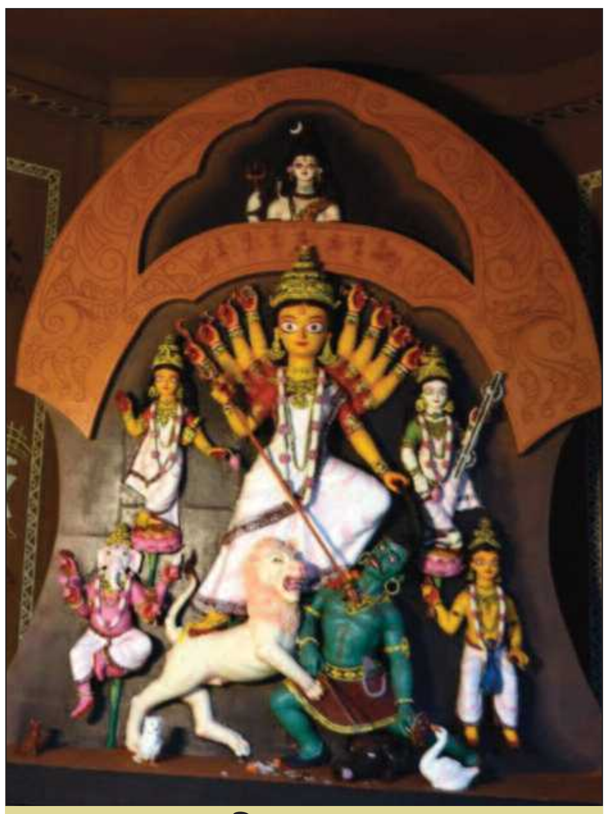

কাশী বোস লেন।

শেখর সাহা

প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো বাংলা

মানুষ স্বপ্ন দেখে। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন। থাকে সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার অদম্য ইচ্ছা। অনেক বাঙালি ছেলেমেয়েরও স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার। নিজের মেধা, পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের জোরে ভালো চাকরি পাওয়ার। মোটা মাইনের চাকরি, সুন্দর বাড়ি, স্বচ্ছন্দ জীবন;সব মিলিয়ে নিজের মতো করে জীবনটাকে সাজিয়ে নেওয়ার। সেই স্বপ্নের হাত ধরেই একদিন তারা পাড়ি দেয় সুদূর আমেরিকায়। পিছনে ফেলে আসে নিজের শহর, নিজের পাড়া, বন্ধুদের আড্ডা, আত্মীয়স্বজন আর শৈশবের অজস্র স্মৃতি। ফেলে আসে বাংলার মাটি। কিন্তু মনের ভিতরে কি ফেলে আসতে পারে বাংলাকে? পারে কি ভুলে যেতে ছোটবেলার দুর্গাপুজো, নতুন জামার আনন্দ, ঢাকের আওয়াজ, পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ?

কিন্তু বিদেশের মাটিতে পৌঁছে কি সবাই নিজের শিকড়ের কথা ভুলে যায়? জীবনের ব্যস্ততা, কাজের চাপ আর সংসারের হাজারো দায়িত্বের মধ্যে কি হারিয়ে যায় ছোটবেলার সেই চেনা দিনগুলো? হারিয়ে যায় কি পাড়ার দুর্গাপুজো, পুজোর নতুন জামা, ঢাকের আওয়াজ, কাশফুলে ভরা মাঠ কিংবা শীতের সকালে মায়ের হাতের গরম পিঠের স্বাদ? না, সবার ক্ষেত্রে তা হয় না। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা হাজার মাইল দূরে থেকেও বুকের গভীরে আগলে রাখেন নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি আর নিজের মানুষকে। তাঁদের কাছে বাঙালিয়ানা শুধু উৎসবের আনন্দ নয়। বাঙালিয়ানা তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতি। তাঁদের জীবনবোধ। তাঁদের ভালোবাসা।প্রবাসী বাঙালির বার মাসে তের পার্বন এ যেন এক রূপ কথা। প্রায় দশ বছর নিষ্ঠার সাথে আমেরিকার সপ্তম বৃহত্তম মেট্রোপলিটন ফিলাডেলফিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ নিউ জার্সিতে প্রতিবারের ন্যায় এবারও দুর্গাপূজায় মেতে উঠেছে প্রবাসী বাঙালিরা। গুটিকয়েক বাঙালির উদ্যোগ আজ মহীরুহে পরিনত হয়েছে। এবারের জমজমাট উৎসবে সামিল হয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ৮০ টি পরিবার। নিউ জার্সির বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে এমনই কয়েকজনের কথা বলতে হয়। অরুণাভ, রাজীব, শুভেন্দু, দীপঙ্কর, পার্থ, দেবাশিস, পার্থসারথি, জয়ন্ত, পূর্ণেন্দু, সুপ্রতীম নয়না, দেবযানী, শ্বাশতী,পারমিতা, সৌমিতা এবং আরও অনেকে। প্রত্যেকের জীবনের গল্প আলাদা। কারও শৈশব কেটেছে উত্তরবঙ্গে, কারও কলকাতায়, আবার কারও অন্য কোনও শহরে। কেউ হয়তো ছোটবেলা থেকেই বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কেউ আবার জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছেছেন আমেরিকায়।প্রায় এক দশক ধরে আমেরিকার নিউ জার্সির বিভিন্ন শহরে তাঁদের বসবাস। চাকরি, সংসার, সন্তানদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা পরিকল্পনা;সব মিলিয়ে ব্যস্ত জীবন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের ব্যস্ততা। সপ্তাহের শেষে সংসারের নানা দায়িত্ব। তবু এই ব্যস্ততার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের জন্য একটু সময়। খুঁজে নিয়েছেন এক টুকরো বাংলা।

সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম মরীচিকা নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের। নামটি শুনলেই মনে হয়, যেন দূরের কোনও স্বপ্ন। কিন্তু মরীচিকা শুধু স্বপ্ন দেখেনি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রবাসের মাটিতে গড়ে তুলেছে এক সুন্দর বাঙালি পরিবার। যে পরিবারের সদস্যরা শুধু উৎসবের আনন্দে একসঙ্গে হন না, একে অপরের সুখ-দুঃখেরও সঙ্গী হয়ে ওঠেন। বিদেশের মাটিতে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণকে আপন করে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তার জন্য দরকার সময়, পরিশ্রম, অর্থ এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা। মরীচিকার সদস্যরা সেই আন্তরিকতা নিয়েই এগিয়ে চলেছেন। পয়লা বৈশাখ এলেই যেন তাঁদের মনে পড়ে যায় বাংলার নববর্ষের কথা। নতুন জামা, মিষ্টিমুখ, শুভেচ্ছা বিনিময় আর প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠা। সরস্বতীপুজোয় মনে পড়ে যায় স্কুল-কলেজের সেই দিনগুলি। আর দুর্গাপুজো? সে তো বাঙালির প্রাণের উৎসব। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কত আবেগ, কত স্মৃতি, কত ভালোবাসা!

নিউ জার্সির মাটিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে গিয়ে তাঁরা যেন আবার ফিরে পান নিজেদের ছোটবেলাকে। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। কে কী করবেন, কীভাবে অনুষ্ঠান হবে, কোথায় কী আয়োজন করা যায়;এসব নিয়ে চলে আলোচনা। কেউ ব্যস্ত থাকেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে। কেউ সাজসজ্জার কাজে। কেউ আবার খাবারদাবার ও অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব সামলান। এই আয়োজনের পিছনে থাকে অনেক পরিশ্রম। থাকে ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সময় বের করার চেষ্টা। থাকে নিজের সংসারের কাজ সামলে সংগঠনের জন্য ছুটে আসা। তবু কারও কোনও অভিযোগ নেই। কারণ, এই কাজের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান এক অন্যরকম আনন্দ। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে তাঁদের মিলন যেন এক পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাক পরে আনন্দে ছুটে বেড়ায়। বড়রা একে অপরের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন। কেউ বহুদিনের পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পান। কেউ নতুন বন্ধু তৈরি করেন। আবার কেউ হয়তো বহুদিন পর পরিচিত কোনও মুখ দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। পুজোর মণ্ডপে যখন ঢাকের আওয়াজ ওঠে, তখন হয়তো কারও চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিজের গ্রামের পুজো। মনে পড়ে যায় বাড়ির উঠোন, পাড়ার মণ্ডপ কিংবা মায়ের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার স্মৃতি। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও তখন মনে হয়, যেন বাংলাতেই রয়েছেন।

এই অনুভূতিটুকুই মরীচিকার আসল শক্তি। তবে মরীচিকার কর্মকাণ্ড শুধু উৎসবের আনন্দে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের ভাবনার পরিধি আরও অনেক বড়। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি তাঁরা চান, আগামী প্রজন্মও যেন বাংলা ভাষা ও বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। আজকের প্রবাসী শিশুদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায়। তাদের স্কুল, বন্ধু, খেলাধুলা, দৈনন্দিন জীবন;সবই বিদেশের পরিবেশে। তাদের কাছে দুর্গাপুজো হয়তো প্রথমে আর পাঁচটা উৎসবের মতোই। কিন্তু মরীচিকার মতো সংগঠনের উদ্যোগে তারা ধীরে ধীরে জানতে পারে বাঙালির উৎসবের ইতিহাস। পরিচিত হয় বাংলা গান, নাচ, কবিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। বাবা-মায়ের শৈশবের গল্প শুনতে শুনতে তাদের মনেও জন্ম নেয় বাংলার প্রতি ভালোবাসা। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকে সংস্কৃতি। বেঁচে থাকে শিকড়ের টান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মরীচিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আরও অনেক বাঙালি পরিবার। তাঁদের অংশগ্রহণে এই সংগঠন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে এক সুন্দর সামাজিক পরিসর। এখানে কেউ একা নন। উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিপদে-আপদেও একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই গল্পের সবচেয়ে আবেগঘন অধ্যায়টি রয়েছে নিউ জার্সি থেকে বহু দূরে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির অদূরে গুলমা চা-বাগানের নিচেবাসা গ্রামে। সেখানে রয়েছে এক অন্য পৃথিবী। সবুজ চা-বাগানের মাঝে ছোট ছোট ঘর। প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা অসংখ্য পরিবার। তাঁদের সন্তানদের চোখেও রয়েছে অনেক স্বপ্ন। কেউ পড়াশোনা করে বড় হতে চায়। কেউ শিক্ষক হতে চায়। কেউ আবার নিজের পরিবারের দুঃখ-কষ্ট দূর করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সব স্বপ্ন পূরণের পথ সমান সহজ নয়। অভাবের সংসারে অনেক সময় শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। অনেক কিশোরী ও মহিলার জীবনেও রয়েছে নানা বাধা। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন একটু সহায়তা, একটু উৎসাহ, একটু ভালোবাসা। আর ঠিক সেই জায়গাতেই এগিয়ে এসেছে মরীচিকা। নিউ জার্সির ব্যস্ত জীবনে নিজেদের নানা দায়িত্ব সামলেও তাঁরা ভুলে যাননি নিচেবাসার শিশুদের কথা। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামের লার্নিং সেন্টারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিশুদের পড়াশোনা ও বিকাশের জন্য সহযোগিতা করেছেন। পিছিয়ে পড়া কিশোরী ও মহিলাদের কথাও তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে, বিদেশের কোনও এক শহরে বসে কয়েকজন বাঙালি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন নিচেবাসার শিশুদের কথা। কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো যায়, কীভাবে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়, কীভাবে তাদের ভবিষ্যতের পথে সামান্য হলেও সাহায্য করা যায়।

আসলে নিজের পরিবারকে ভালোবাসা খুব স্বাভাবিক। নিজের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়াও প্রত্যেক মা-বাবার স্বপ্ন। কিন্তু সেই ভালোবাসার পরিধি যখন নিজের পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যের সন্তানদের কাছেও পৌঁছে যায়, তখনই তা হয়ে ওঠে আরও মহৎ। মরীচিকার সদস্যদের জীবনেও সেই ভালোবাসারই প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিদেশের মাটিতে নিজেদের পরিচয় তৈরি করেছেন। কিন্তু সেই সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সামাজিক দায়িত্বের এক সুন্দর অধ্যায়। তাঁদের এই কাজ হয়তো সংবাদপত্রের বড় বড় শিরোনাম হবে না। হয়তো তাঁদের নাম নিয়ে বড় কোনও আলোচনা হবে না। কিন্তু নিচেবাসার কোনও শিশুর জীবনে তাঁরা যে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারছেন, সেটাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হতে পারে। কোনও শিশুর পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হলে, কোনও কিশোরী নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখলে কিংবা কোনও অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফুটলে সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মরীচিকার প্রতিটি সদস্যের ভালোবাসা। এই ভালোবাসার গল্পে কোনও বড় বড় কথা নেই। নেই আত্মপ্রচারের আড়ম্বর। আছে শুধু কিছু মানুষের আন্তরিক ইচ্ছা। আছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা। প্রবাসের মাটিতে মরীচিকা তাই শুধুই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়। এটি একদল মানুষের মিলনমেলা। এক টুকরো বাংলা। এক টুকরো ভালোবাসার সংসার। এখানে দুর্গাপুজোর ঢাকের আওয়াজে জেগে ওঠে বাংলার স্মৃতি। বাংলা গানের সুরে ফিরে আসে শৈশব। বন্ধুদের আড্ডায় মুছে যায় বিদেশের একাকিত্ব। আর সেই আনন্দের মধ্যেই জায়গা করে নেয় নিচেবাসার শিশুদের মুখ। নিউ জার্সির ব্যস্ত জীবনের মাঝেও যাঁরা বাংলার উৎসবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছেন বাঙালির সংস্কৃতি, আবার সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের এই পথচলা নিঃসন্দেহে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাংলা তাঁদের কাছে শুধু জন্মভূমি নয়। বাংলা তাঁদের হৃদয়ের ঠিকানা। আর নিচেবাসার শিশুরা যেন সেই ঠিকানারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।এই বন্ধন অটুট থাকুক। মরীচিকার হাত ধরে প্রবাসের বাঙালিয়ানা আরও সমৃদ্ধ হোক। আর সেই ভালোবাসার আলো পৌঁছে যাক বাংলার আরও অনেক ঘরে, আরও অনেক শিশুর জীবনে ।

২০২২ সালে ঐন্দ্রিলা দেবদাসের দেখা একটি স্বপ্ন আজ এক সুন্দর ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এ বছর মনোছন্দার পরিবার সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করছে মা দুর্গার মহা-আগমন ও বরণ উৎসবের পঞ্চম বর্ষ। এই দীর্ঘ পথচলাকে সুন্দর ও সফল করে তোলার জন্য পরিবার ও বন্ধুদের ভালোবাসা এবং সহযোগিতার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মা দুর্গার এই শুভ আগমনে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মনোছন্দার পরিবার।